

☑ সন্ধি

☑ পুরুষ ও স্ত্রীবাচক শব্দ

☑ শব্দ ও শব্দ প্রকরণ

☑ লিঙ্গ প্রকরণ

Content Discussion -

সন্ধি বিচ্ছেদ

প্রাথমিক আলোচনা

সন্নিহিত দুটো ধ্বনি মিলনের নাম সন্ধি। যেমন- আশা + অতীত = আশাতীত। হিম + আলয় = হিমালয়। প্রথমটিতে আ + অ = আ (†) এবং দ্বিতীয়টিতে অ + আ = আ (†) হয়েছে।

সন্ধির উদ্দেশ্য

- (ক) সন্ধির উদ্দেশ্য স্বাভাবিক উচ্চারণে সহজপ্রবণতা এবং
(খ) ধ্বনিগত মাধুর্য সম্পাদন।

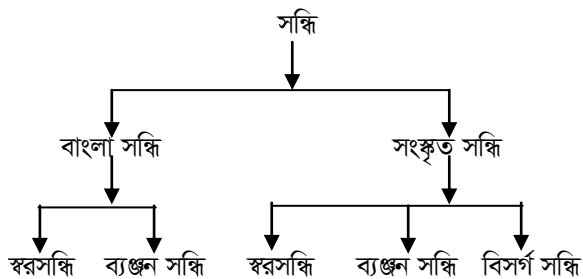
যে সকল ক্ষেত্রে সন্ধি করা উচিত নয়

১. সাধু ভাষায় বাংলা শব্দের সাথে বাংলা শব্দের সন্ধি করা উচিত নয়।
২. বাংলা শব্দের সাথে সংস্কৃত শব্দের সন্ধি করা উচিত নয়।
৩. বাংলা ভাষায় প্রচলিত বিদেশি শব্দের সন্ধি করা উচিত নয়।
৪. সন্ধি করলে যদি শব্দ ঋতিকটু হয় তবে সন্ধি পরিহার করা উচিত।
৫. ক্রিয়া পদের সাথে অন্য কোন পদের সন্ধি করা উচিত নয়।
৬. ছন্দের অনুরোধে কবিতায় কখনো কখনো সন্ধি অনুচিত হয়।

যে সকল ক্ষেত্রে সন্ধি অবশ্য কর্তব্য

১. সমাসবদ্ধ পদে সন্ধি অবশ্য কর্তব্য।
২. সংস্কৃতমূলক প্রকৃতি-প্রত্যয় স্থলে সন্ধি অবশ্য কর্তব্য।
৩. ধাতুর সাথে উপসর্গ যোগ হলে সন্ধি অবশ্য কর্তব্য।

সন্ধির প্রকার



স্বরসন্ধি

স্বরসন্ধিঃ স্বরধ্বনির সঙ্গে স্বরধ্বনির মিলনের নাম স্বরসন্ধি।

১. অ-কার কিংবা আ-কারের পর অ-কার কিংবা আ-কার থাকলে উভয়ে মিলে আ-কার হয়, আ-কার পূর্ববর্তী ব্যঞ্জনের সঙ্গে যুক্ত হয়। যেমন:

অ+অ = আ, নর + অধম = নরাধম।

এরূপ- হিমাচল, প্রাণাধিক, হস্তান্তর, হিতাহিত ইত্যাদি।

অ + আ = আ, হিম + আলয় = হিমালয়।

এরূপ- দেবালয়, রত্নাকর, সিংহাসন ইত্যাদি।

অ + আ = আ, যথা + অর্থ = যথার্থ।

এরূপ- আশাতীত, কথামৃত, মহার্ঘ্য ইত্যাদি।

আ + আ = আ, বিদ্যা + আলয় = বিদ্যালয়।

এরূপ- কারাগার, মহাশয়, সদানন্দ ইত্যাদি।

২. অ- কার কিংবা আ- কারের পর ই- কার কিংবা ঈ- কার থাকলে উভয় মিলে এ-কার হয়: এ- কার পূর্ববর্তী ব্যঞ্জনের সঙ্গে যুক্ত হয়।

যেমন-

অ + ই = এ

শুভ + ইচ্ছা = শুভেচ্ছা

আ + ই = এ

যথা + ইষ্ট = যথেষ্ট

অ + ঈ = এ

পরম + ঈশ = পরমেশ

আ + ঈ = এ

মহা + ঈশ = মহেশ।

এ রূপ - পূর্ণেন্দু, শ্রবণেন্দ্রিয়, স্বেচ্ছা, নরেশ, রমেশ, নরেন্দ্র ইত্যাদি।

৩. অ-কার কিংবা আ-কারের পর উ-কার কিংবা ঊ-কার থাকলে উভয়ে মিলে ও-কার হয়; ও- কার পূর্ববর্তী ব্যঞ্জনে যুক্ত হয়।

যেমন-

অ + উ = ও

সূর্য + উদয় = সূর্যোদয়।

আ + উ = ও

যথা + উচিত = যথোচিত।

অ + ঊ = ও

গৃহ + ঊর্ধ্ব = গৃহোর্ধ্ব।

আ + ঊ = ও

গঙ্গা + ঊর্মি = গঙ্গোর্মি।

এ রূপ - নীলোৎপল, চলোর্মি, মহোৎসব, নবোঢ়া, ফলোদয়, যথোপযুক্ত, হিতোপদেশ, পরোপকার, প্রাণোত্তর ইত্যাদি।

৪. অ- কার কিংবা আ-কারের পর ঋ- কার থাকলে উভয়ে মিলে 'অর্' হয় এবং তা রেফ (') রূপে পরবর্তী বর্ণের সাথে লেখা হয়। যেমন-

অ + ঋ = অর্ দেব + ঋষি = দেবর্ষি।
আ + ঋ = অর্ মহা + ঋষি = মহর্ষি।
এ রূপ - অধর্মণ, উত্তর্মণ, সপ্তর্ষি, রাজর্ষি ইত্যাদি।

৫. অ- কার কিংবা আ- কারের পর 'ঋত' - শব্দ থাকলে অ/আ+ঋ উভয়ে মিলে 'আর্' হয় এবং বানানে পূর্ববর্তী বর্ণে আ ও পরবর্তী বর্ণে রেফ লেখা হয়। যেমন-

অ + ঋ = আর শীত + ঋত = শীতর্ত।
আ + ঋ = আর তৃষণা + ঋত = তৃষণর্ত।
এ রূপ - ভয়র্ত, ক্ষুধর্ত ইত্যাদি।

৬. অ-কার কিংবা আ-কারের পর ঐ- কার কিংবা ঐ-কার থাকলে উভয়ে মিলে ঐ-কার হয়; ঐ-কার পূর্ববর্তী ব্যঞ্জনর সাথে যুক্ত হয়। যেমন-

অ + ঐ = ঐ জন + এক = জনৈক।
আ + ঐ = ঐ সদা + এব = সদৈব।
অ + ঐ = ঐ মত + ঐক্য = মতৈক্য।
আ = ঐ = ঐ মহা + ঐশ্বর্য = মহৈশ্বর্য।
এ রূপ - হিতৈষী, সর্বৈব, অতুলৈশ্বর্য ইত্যাদি।

৭. অ-কার কিংবা আ-কারের পর ও -কার কিংবা ও- কার থাকলে উভয়ে মিলে ও-কার হয়; ও-কার পূর্ববর্তী ব্যঞ্জনর সাথে যুক্ত হয়। যেমন-

অ + ও = ও বন + ওষধি = বনৌষধি।
অ + ও = ও মহা + ওষধি = মহৌষধি।
অ + ও = ও পরম + ওষধ = পরমৌষধ।
অ + ও = ও মহা + ওষধ = মহৌষধ।

৮. ই- কার কিংবা ঈ-কারের পর ই- কার কিংবা ঈ- কার থাকলে উভয়ে মিলে দীর্ঘ ঈ- কার হয়। দীর্ঘ ঈ- কার পূর্ববর্তী ব্যঞ্জনর সাথে যুক্ত হয়। যেমন-

ই + ই = ঈ অতি + ইত = অতীত।
ই + ঈ = ঈ পরি + ঈক্ষা = পরীক্ষা।
ই + ঈ = ঈ সতী + ইন্দ্র = সতীন্দ্র।
ই + ঈ = ঈ সতী + ঈশ = সতীশ।

৯. ই- কার কিংবা ঈ- কারের পর ই ও ঈ ভিন্ন অন্য স্বর থাকলে শুধুমাত্র ই বা ঈ এর পরিবর্তে 'য়' হয়। য- ফলা লেখার সময় পূর্ববর্তী ব্যঞ্জনর সাথে লেখা হয়। এ ক্ষেত্রে পরবর্তী ভিন্নস্বরগুলো অপরিবর্তিত থাকে। যেমন-

ই + অ = য় + অ অতি + অন্ত = অত্যন্ত।
ই + আ = য় + আ ইতি + আদি = ইত্যাদি।
ই + উ = য় + উ অতি + উক্তি = অতুক্তি।
ই + ঊ = য় + ঊ প্রতি + ঊষ = প্রতুষ।
ঈ + আ = য় + আ মসী + আধার = মস্যাধার।
ই + এ = য় + এ প্রতি + এক = প্রত্যেক।
ঈ + অ = য় + অ নদী + অম্বু = নদ্যম্বু।

এ রূপ- প্রত্যহ, অত্যধিক, গতান্তর, প্রত্যাশা, প্রত্যাবর্তন, আদ্যন্ত, যদ্যপি, পর্যন্ত, অভ্যুত্থান, অগ্ন্যুৎপাত, অত্যাশ্চর্য, প্রত্যুপকার ইত্যাদি।

১০. উ- কার কিংবা উ- কারের পর উ- কার কিংবা উ-কার থাকলে উভয়ে মিলে উ- কার হয়; উ- কার পূর্ববর্তী ব্যঞ্জন ধ্বনির সাথে যুক্ত হয়। যেমন-

উ + উ = উ মরু + উদ্যান = মরুদ্যান।
উ + উ = উ বহু + উর্ধ্ব = বহূর্ধ্ব।
উ + উ = উ বধু + উৎসব = বধূৎসব।
উ + উ = উ ভূ + উর্ধ্ব = ভূর্ধ্ব।

১১. উ- কার কিংবা উ- কারের পর উ/ঊ-কার ভিন্ন অন্য স্বর থাকলে শুধুমাত্র উ বা ঊ এর পরিবর্তে 'ব্' হয় এবং লেখার সময় ব-ফলা পূর্ববর্তী বর্ণের সাথে লেখা হয়। এ ক্ষেত্রে পরবর্তী ভিন্নস্বরগুলো অপরিবর্তিত থাকে। যেমন-

উ + অ = ব্ + অ সু + অল্প = স্বল্প।
উ + আ = ব্ + আ সু + আগত = স্বাগত।
উ + ই = ব্ + ই অনু + ইত = অন্বিত।
উ + ঈ = ব্ + ঈ তনু + ঈ = তন্বী।
উ + এ = ব্ + এ অনু + এষণ = অন্বেষণ।

এ রূপ - পশ্চাচার, অন্বয়, মন্বন্তর ইত্যাদি।

১২. ঋ- কারের পর ঋ ভিন্ন অন্য স্বর থাকলে 'ঋ' স্থানে 'র্' হয় এবং র- ফলা পূর্ববর্তী ব্যঞ্জনর ব্যঞ্জনর সঙ্গে যুক্ত হয়। যেমন-
পিতৃ + আলয় = পিত্রালয়, পিতৃ + আদেশ = পিত্রাদেশ।

১৩. এ, ঐ, ও, ঔ- কারের পর ভিন্নস্বর থাকলে এ, ঐ স্থানে যথাক্রমে অয্, আয্ এবং ও, ঔ স্থানে যথাক্রমে অব্ ও আব্ হয়। যেমন-
 এ+অ = অয্+অ নে+অন = নয়ন শে+অন = শয়ন
 ঐ+অ = আয্+অ নৈ+অক = নায়ক গৈ+অক = গায়ক
 ও+অ = অব্+অ পো+অন = পবন লো+অন = লবণ
 ঔ+অ = আব্+অ পৌ+অক = পাবক
 ও+আ = অব্+আ গো+আদি = গবাদি
 ও+এ = অব্+এ গো+এষণা = গবেষণা
 ও+ই = অব্+ই পো+ইত্র = পবিত্র
 ঔ+ই = আব্+ই নৌ+ইক = নাবিক
 ঔ+উ = আব্+উ ভৌ+উক = ভাবুক

১৪. কতক সন্ধি কোনো নিয়ম অনুসারে হয় না, এগুলোকে নিপাতনে সিদ্ধ বলে। যেমন-

কুল + অটা = কুলটা (কুলাটা নয়)
 গো + অক্ষ = গবাক্ষ (গবক্ষ নয়)
 প্র + উঢ় = প্রৌঢ় (প্রোঢ় নয়)
 অন্য + অন্য = অন্যান্য
 মার্ত + অণ্ড = মার্তণ্ড (মার্তাণ্ড নয়)
 শুদ্ধ + ওদন = শুদ্ধোদন (শুদ্ধৌদন)
 স্ব + ঈর = ঈর (স্বর নয়)
 গো + ইন্দ্র = গবেন্দ্র (গবিন্দ্র নয়)
 গো + ঈশ্বর = গবেশ্বর (গবীশ্বর নয়)
 অক্ষ + উহিণী = অক্ষৌহিণী (অক্ষৌহিণী নয়)
 রক্ত + ওষ্ঠ = রক্তোষ্ঠ (রক্তৌষ্ঠ নয়)
 সীমন + অত = সীমান্ত (সীমনান্ত নয়)
 শার + অঙ্গ - শারঙ্গ (শারঙ্গ নয়)
 দশ + ঋণ = দর্শাণ (দর্শণ নয়)

ব্যঞ্জনসন্ধি

ব্যঞ্জনসন্ধি স্বরে + ব্যঞ্জনে, ব্যঞ্জনে + স্বরে বা ব্যঞ্জনে + ব্যঞ্জনে যে সন্ধি হয় তাকে ব্যঞ্জনসন্ধি বলে। এ দিক থেকে ব্যঞ্জন সন্ধিকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-

১. ব্যঞ্জনধ্বনি + স্বরধ্বনি
২. স্বরধ্বনি + ব্যঞ্জনধ্বনি
৩. ব্যঞ্জনধ্বনি + ব্যঞ্জন ধ্বনি।

০১. ব্যঞ্জনধ্বনি + স্বরধ্বনি

ক্, চ্, ট্, ত্, প্ - এর পরে স্বরধ্বনি থাকলে সেগুলো যথাক্রমে গ্, জ্, ড্, (ড়), দ্, ব্ হয়। পরবর্তী স্বরধ্বনিটি পূর্ববর্তী ব্যঞ্জনধ্বনির সঙ্গে যুক্ত হয়। যেমন-

ক্ + অ = গ্ দিক্ + অন্ত = দিগন্ত।
 চ্ + অ = জ্ গিচ্ + অন্ত = গিজন্ত।
 ট্ + আ = ড্ ঘট্ + আনন = ঘটানন।
 ত্ + অ = দ্ তৎ + অবধি = তদবধি।
 প্ + অ = ব্ সুপ্ + অন্ত = সুবন্ত।

এরূপ- বাগীশ, তদন্ত, বাগাড়ম্বর, কৃদন্ত, সদুপায়, সদুপদেশ, জগদীন্দ্র ইত্যাদি।

০২. স্বরধ্বনি + ব্যঞ্জনধ্বনি স্বরধ্বনির পর ছ থাকলে উক্ত ব্যঞ্জনধ্বনিটি দ্বিত্ব (চ্ছ) হয়। যথা-

অ + ছ = চ্ছ এক + ছত্র = একচ্ছত্র।
 আ + ছ = চ্ছ কথা + ছলে = কথাচ্ছলে।
 ই + ছ = চ্ছ পরি + ছদ = পরিচ্ছদ।

এরূপ- মুখচ্ছবি, বিচ্ছেদ, পরিচ্ছেদ, বিচ্ছিন্ন, অঙ্গচ্ছেদ, আলোকচ্ছটা, প্রতিচ্ছবি, প্রচ্ছদ, আচ্ছাদন, বৃক্ষচ্ছায়া, স্বচ্ছন্দে, অনুচ্ছেদ প্রভৃতি।

০৩. ব্যঞ্জনধ্বনি + ব্যঞ্জনধ্বনি

ক) (i) ত্ ও দ্-এর পর চ্ ও ছ থাকলে ত্ ও দ্ স্থানে চ্ হয়।

যেমন-

ত্ + চ = চ্চ সৎ + চিন্তা = সচ্চিন্তা।
 ত্ + ছ = চ্ছ উৎ + ছেদ = উচ্ছেদ।
 দ্ + চ = চ্চবিপদ্ + চয় = বিপচ্চয়।
 দ্ + ছ = চ্ছ বিপদ্ + ছায়া = বিপচ্ছায়া।
 এরূপ- উচ্চারণ, শরচ্চন্দ্র, সচ্চরিত্র, তচ্ছবি, সচ্চিদানন্দ প্রভৃতি।

(ii) ত্ ও দ্ - এ পর জ্ ও ঝ থাকলে ত্ ও দ্ - এর স্থানে জ্ হয়। যেমন-

ত্ + জ = জ্জ সৎ + জন = সজ্জন।
 দ্ + জ = জ্জ বিপদ + জাল = বিপজ্জাল।
 ত্ + ঝ = জ্জ কুৎ+ঝটিকা = কুজ্ঝটিকা।

এরূপ- উজ্জ্বল, তজ্জন্য, যাবজ্জীবন, জগজ্জীবন ইত্যাদি।

(iii) ত্ ও দ্ - এর পর শ থাকলে ত্ ও দ্ - এর স্থলে চ্ এবং শ্ - এর স্থলে ছ উচ্চারিত হয়। যেমন-

ত্ + শ = চ্ + ছ = চ্ছ উৎ + শ্বাস = উচ্ছ্বাস
 এরূপ- চলচ্ছক্তি, উচ্ছ্বল ইত্যাদি।

(iv) ত্ ও দ্- এর পর ড থাকলে ত্ ও দ্ এর স্থানে ড্ হয়।

যেমন- ত্ + ড = ডড উৎ + ডীন = উড্‌ডীন।

(v) ত্ ও দ্ - এর পর হ থাকলে ত্ ও দ্ - এর স্থলে দ্ এবং হ-এর স্থলে ধ্ হয়। যেমন-

ত্ + হ = দ্ + ধ = দ্ধ উৎ + হার = উদ্ধার

দ্ + হ = দ্ + ধ = দ্ধ পদ্ + হতি = পদ্ধতি

এরূপ- উদ্ধৃত, উদ্ধত, তদ্ধিত ইত্যাদি।

(vi) ত্ ও দ্ - এর পর ল থাকলে ত্ ও দ্- এর স্থলে 'ল' হয়।

যেমন-

ত্ + ল = ল্ল উৎ + লাস = উল্লাস

এরূপ- উল্লেখ, উল্লিখিত, উল্লেখ্য, উল্লাসন ইত্যাদি।

০১. বর্ণীয় প্রথম ধ্বনির পর যে কোনো বর্ণের তৃতীয় বা চতুর্থ ধ্বনি কিংবা 'য' ও 'র' থাকলে বর্ণের প্রথম ধ্বনিগুলো নিজস্ব বর্ণের তৃতীয় রূপে উচ্চারিত হয়। যথা:

ক্ + দ = গ্ + দ বাক্ + দান = বাগ্‌দান

ট্ + য = ড্ + য ষট্ + যন্ত্র = ষড়যন্ত্র।

ত্ + ঘ = দ্ + ঘ উৎ + ঘাটন = উদ্‌ঘাটন।

ত্ + য = দ্ + য উৎ + যোগ = উদ্যোগ।

ত্ + র = দ্ + র তৎ + রূপ = তদ্‌রূপ।

এ রূপ - দিগ্বিজয়, উদ্যম, উদ্‌গিরণ, উদ্ভব, বাগ্‌জাল, সদ্‌গুরু, বাগ্‌দেবী ইত্যাদি।

০২. ঙ, ঞ, ণ, ন, ম পরে থাকলে পূর্ববর্তী অঘোষ অল্পপ্রাণ ধ্বনি সেই বর্ণীয় ঘোষ ধ্বনি কিংবা নাসিক্য ধ্বনি হয়। যথা-

ক্ + ন = গ্‌ঙ + ন দিক্ + নির্ণয় = দিগ্‌নির্ণয় বা দিঙ্‌নির্ণয়।

ত্ + ম = দ্‌ন/ম + ম তৎ + মধ্যে = তদ্‌মধ্যে বা তন্মধ্যে।

লক্ষণীয়: এরূপ ক্ষেত্রে সাধারণত নাসিক্য ব্যঞ্জনই বেশি প্রচলিত।

যেমন- বাক্ + ময় = বাঙ্‌ময়, তৎ + ময় = তন্ময়, মৃৎ + ময় = মৃন্ময়, জগৎ + নাথ = জগন্নাথ ইত্যাদি। এ রূপ- উন্নয়ন, উন্নীত, চিন্ময় ইত্যাদি।

০৩. ম্ এর পর যে কোনো বর্ণীয় ধ্বনি থাকলে ম্ ধ্বনিটি সেই বর্ণের নাসিক্য ধ্বনি হয়। যেমন-

ম্ + ক = ঙ্‌ + ক শম্ + কা = শঙ্কা।

ম্ + চ = ঞ্‌ + চ সম্ + চয় = সম্‌চয়।

ম্ + ত = ন্‌ + ত সম্ + তাপ = সম্‌তাপ।

এরূপ - কিস্তৃত, সন্দর্শন, কিন্নর, সম্মান, সন্ধান, সন্ধ্যাস ইত্যাদি।

০৪. ম্ - এর পর অন্তঃস্থ ধ্বনি য, র, ল, ব কিংবা শ, ষ, স, হ থাকলে, ম্ স্থলে অনুস্বার (ং) হয়। যেমন-

সম্ + যম = সংযম, সম্ + বাদ = সংবাদ,

সম্ + রক্ষণ = সংরক্ষণ, সম্ + লাপ = সংলাপ,

সম্ + শয় = সংশয়, সম্ + সার = সংসার,

সম্ + হার = সংহার।

এরূপ- বারংবার, কিংবা, সংবরণ, সংযোগ, সংযোজন, সংশোধন, সর্বসহা, স্বয়ংবরা। ব্যতিক্রম : সম্‌রাট (সম্ + রাট)।

০৫. চ্ ও জ্ - এর পরে নাসিক্য ধ্বনি তালব্য হয়। যেমন-

চ্ + ন = চ + ঞ্‌, যাচ্ + না = যাচ্‌ঞা, রাজ্ + নী = রাজ্‌নী।

জ্ + ন = জ + ঞ্‌, যজ্ + ন = যজ্‌জ্‌,

০৬. দ্ ও ধ্ - এর পরে ক, চ, ট, ত, প, খ, ছ, ঠ, থ, ফ থাকলে দ্ ও ধ্ স্থলে 'ত্' ধ্বনি হয়। যেমন-

দ্ > ত তদ্ + কাল = তৎকাল

ধ্ > ত ক্ষুধ্ + পিপাসা = ক্ষুৎপিপাসা।

এরূপ- হৃদকম্প, তৎপর, তত্ত্ব ইত্যাদি।

০৭. দ্ কিংবা ধ্-এর পরে ক্, চ্, ট্, ত্, প্, খ্, ছ্, ঠ্, থ্, ফ্ থাকলে দ্ ও ধ্ স্থলে 'ত্' ধ্বনি হয়। যেমন-

বিপদ্ + সংকুল = বিপৎসংকুল। এরূপ- তৎসম।

০৮. ষ-এর পরে ত বা থ থাকলে, যথাক্রমে ত ও থ স্থানে ট ও ঠ হয়। যেমন-

কৃষ্ + তি = কৃষ্টি, ষষ্ + থ = ষষ্ঠ।

০৯. বিশেষ নিয়মে সাধিত কতগুলো সন্ধি। যেমন-

উৎ + স্থান = উত্থান সম্ + কার = সংস্কার।

উৎ + স্থিত = উত্থিত উৎ + স্থাপন = উত্থাপন।

সম্ + কৃত = সংস্কৃত পরি + কার = পরিস্কার।

সম্ + কৃতি = সংস্কৃতি পরি + কৃত = পরিস্কৃত।

১০. কতগুলো সন্ধি নিপাতনে সিদ্ধ হয়। যেমন-

আ + চর্য = আশ্চর্য গো + পদ = গোম্পদ

বন + পতি = বনম্পতি বৃহৎ + পতি = বৃহম্পতি

তৎ + করা = তৎকর পর + পর = পরস্পর।

মনস + ঈষা = মনীষা ষট্ + দশ = ষোড়শ।

এক + দশ = একাদশ মৃত্যু + জয় = মৃত্যুঞ্জয়

পতৎ + অঞ্জলি = পতঞ্জলি দিব + লোক = দ্যুলোক

হরি + চন্দ্র = হরিশ্চন্দ্র প্রায় + চিত্র = প্রায়শ্চিত্র

বিশ্ব + মিত্র = বিশ্বামিত্র ইত্যাদি।

বিসর্গসন্ধি

সংস্কৃত সন্ধির নিয়মে পদের অন্তস্থিত র্ ও স্ অনেক ক্ষেত্রে অঘোষ উষ্ম ধ্বনি অর্থাৎ হ্ ধ্বনিরূপে উচ্চারিত হয় এবং তা বিসর্গ (ঃ) রূপে লেখা

হয়। র্ ও স্ বিসর্গ ব্যঞ্জন ধ্বনিমালার অন্তর্গত। সে কারণে বিসর্গ সন্ধি ব্যঞ্জন সন্ধির অন্তর্গত। বস্তুত বিসর্গ র্ এবং স্-এর সংক্ষিপ্ত রূপ।

বিসর্গকে দু ভাগে ভাগ করা হয়েছে-

১. র্ - জাত বিসর্গ ও
২. স্ - জাত বিসর্গ।

১. র্ - জাত বিসর্গ: র স্থানে যে বিসর্গ হয় তাকে বলে র্ - জাত বিসর্গ। যেমন-

অন্তর-অন্তঃ, প্রাতর-প্রাতঃ, পুনর-পুনঃ, অহর-অহঃ,
দুর-দুঃ, নির-নিঃ ইত্যাদি।

২. স্-জাত বিসর্গ : স্ স্থানে যে বিসর্গ হয় তাকে বলে স্ - জাত বিসর্গ। যেমন-নমস্-নমঃ, পুরস্-পুরঃ, শিরস্-শিরঃ, তিরস্-তিরঃ, মনস্-মনঃ, তপস্-তপঃ ইত্যাদি।

বিসর্গের সাথে অর্থাৎ র্ ও স্-এর সাথে স্বরধ্বনির কিংবা যঞ্জনধ্বনির যে সন্ধি হয় তাকে বিসর্গ সন্ধি বলে।

বিসর্গ সন্ধি দু' ভাবে সাধিত হয়:

১. বিসর্গ + স্বর এবং ২. বিসর্গ + ব্যঞ্জন।

১. বিসর্গ ও স্বরের সন্ধি

অ-ধ্বনির পরস্থিত বিসর্গের পর অ ধ্বনি থাকলে অ+ঃ + অ-এ
তিনে মিলে 'ও'- কার হয়। যেমন- ততঃ+অধিক = ততোধিক।

২. বিসর্গ ও ব্যঞ্জনের সন্ধি

ক. অ-কারের পরস্থিত স্-জাত বিসর্গের পর ঘোষ ধ্বনি কিংবা হ, য, ব, র, ল থাকলে অ-কার ও স্ - জাত বিসর্গ উভয় স্থলে ও কার হয়। যেমন-

তিরঃ + ধান = তিরোধান,

মনঃ + রম = মনোরম,

মনঃ + হর = মনোহর,

তপঃ + বন = তপোবন ইত্যাদি।

খ. অ-কারের পরস্থিত র্ জাত বিসর্গের পর স্বরধ্বনি ও উপরিউক্ত ধ্বনিসমূহের কোনোটি থাকলে বিসর্গ স্থানে 'র্' হয়। যেমন-

অন্তঃ + গত = অন্তর্গত অন্তঃ + ধান = অন্তর্ধান

পুনঃ + আয় = পুনরায় পুনঃ + উক্ত = পুনরুক্ত

অহঃ + অহ = অহরহ

এরূপ- পুনর্জন্ম, পুনর্বীর, অন্তর্ভুক্ত, পুনরপি, অন্তর্বর্তী ইত্যাদি।

গ. অ ও আ ভিন্ন অন্য স্বরের পরে বিসর্গ থাকলে এবং তার সঙ্গে অ, আ, ঘোষ ধ্বনি কিংবা হ, য, ব, র, ল-এর সন্ধি হলে বিসর্গ স্থানে 'র্' হয়। যেমন:

নিঃ + আকার = নিরাকার,

আশীঃ + বাদ = আশীবাদ,

দুঃ + যোগ = দুর্যোগ ইত্যাদি।

এরূপ- নিরাকরণ, জ্যোতির্ময়, প্রাদুর্ভাব, নির্জন, বহির্গত, দুর্লভ, দুরন্ত ইত্যাদি।

ব্যতিক্রম: ই কিংবা উ ধ্বনির পরের বিসর্গের পরে সঙ্গে 'র' এর সন্ধি হলে বিসর্গের লোপ হয় ও বিসর্গের পূর্ববর্তী হ্রস্ব স্বর দীর্ঘ হয়। যেমন- নিঃ + রব = নীরব, নিঃ + রস = নীরস ইত্যাদি।

ঘ. বিসর্গের পর অঘোষ অল্পপ্রাণ কিংবা মহাপ্রাণ তালব্য ব্যঞ্জন/ 'চ', 'ছ' থাকলে বিসর্গের স্থলে তালব্য শিশ ধ্বনি/ 'শ' হয়, অঘোষ অল্পপ্রাণ কিংবা অঘোষ মহাপ্রাণ মূর্ধন্য ব্যঞ্জন/ 'ট', 'ঠ' থাকলে বিসর্গ স্থলে মূর্ধন্য শিশ ধ্বনি/ 'ষ' হয়, অঘোষ অল্পপ্রাণ কিংবা অঘোষ মহাপ্রাণ দন্ত্য ব্যঞ্জনের / 'ত', 'থ' স্থলে দন্ত্য শিশ ধ্বনি/ 'স' হয়। যেমন-

ঃ + চ / ছ = শ্ + চ / ছ = নিঃ + চয় = নিশ্চয়,

শিরঃ + ছেদ = শিরছেদ।

ঃ + ট / ঠ = ষ্ + ট / ঠ = ধনুঃ + টঙ্কার = ধনুষ্টঙ্কার,

নিঃ + ঠুর = নিষ্ঠুর।

ঃ + ত / থ = স্ = ত/ থ = দুঃ + তর = দুস্তর,

দুঃ + থ = দুস্থ।

ঙ. অঘোষ অল্পপ্রাণ ও অঘোষ মহাপ্রাণ কণ্ঠ্য কিংবা ওষ্ঠ্য ব্যঞ্জন (ক, খ, প, ফ) পরে থাকলে অ বা আ ধ্বনির পরস্থিত বিসর্গ স্থলে অঘোষ দন্ত্য শিশ ধ্বনি (স্) হয় এবং অ বা আ ব্যতীত অন্য স্বরধ্বনির পরস্থিত বিসর্গ স্থলে অঘোষ মূর্ধন্য শিশ ধ্বনি (ষ) হয়। যেমন-

অ এর পরে বিসর্গ ঃ + ক = স্ + ক নামঃ + কার = নমস্কার

অ এর পরে বিসর্গ ঃ + খ = স্ + খ পদঃ+স্থলন = পদস্থলন।

ই এর পরে বিসর্গ ঃ + ক = য + ক নিঃ + কর = নিষ্কর।

উ এর পরে বিসর্গ ঃ + ক = য দুঃ + কর = দুষ্কর।

এরূপ- পুরস্কার, মনস্কামনা, তিরস্কার, চতুষ্পদ, নিষ্ফল, নিষ্পাপ, দুষ্প্রাপ্য, বহিষ্কৃত, দুষ্কৃতি, আবিষ্কার, চতুষ্কোণ, বাচস্পতি, ভাস্কর ইত্যাদি।

চ. কোনো কোনো ক্ষেত্রে সন্ধির বিসর্গ লোপ হয় না। যেমন-

প্রাতঃ + কাল = প্রাতঃকাল,

মনঃ + কষ্ট = মনঃ কষ্ট,

শিরঃ + পীড়া = শিরঃপীড়া।

ছ. যুক্ত ব্যঞ্জন ধ্বনি স্ত, স্থ কিংবা স্প পরে থাকলে পূর্ববর্তী বিসর্গ অবিকৃত থাকে অথবা লোপ পায়। যেমন-

নিঃ + স্তদ্ধ = নিঃস্তদ্ধ কিংবা নিস্তদ্ধ।

দুঃ + স্থ = দুঃস্থ কিংবা দুস্থ।

নিঃ + স্পন্দ = নিঃস্পন্দ কিংবা নিস্পন্দ।

কয়েকটি বিশেষ বিসর্গ সন্ধির উদাহরণ

বাচঃ + পতি = বাচস্পতি ভাঃ + কর = ভাস্কর

অহঃ + নিশা = অহর্নিশ অহঃ + অহ = অহরহ ইত্যাদি।

অকুতোভয় = অকুতঃ + ভয়	অক্ষৌহিনী = অক্ষ + উহিনী
অন্যান্য = অন্য + অন্য	অন্তরঙ্গ = অন্তঃ + অঙ্গ
অন্বেষণ = অনু + এষণ	অভীষ্ট = অভি + ইষ্ট
অহর্নিশ = অহঃ + নিশা	অহরহ = অহঃ + অহ
অহংকার = অহম্ + কার	আদ্যোপান্ত = আদি + উপান্ত
আবির্ভাব = আবিঃ + ভাব	আবিষ্কার = আবিঃ + কার
উদ্ধার = উৎ + হার	উচ্ছ্রাব = উৎ + শ্রাব
উত্থাপন = উৎ + স্থাপন	উদ্ধৃত = উৎ + হৃত
উত্থান = উৎ + স্থান	উচ্ছেদ = উৎ + ছেদ
উত্তমর্গ = উত্তম + ঋণ	উজ্জ্বল = উৎ + জ্বল
উপর্যুপরি = উপরি + উপরি	উপর্যুক্ত = উপরি + উক্ত
এদুর = এত + দুর	কথোপকথন = কথা + উপকথন
কটাক্ষ = কটু + অক্ষ	কুঞ্জটিকা = কুৎ + বাটিকা
কুলটা = কুল + অটা	ক্ষুধার্ত = ক্ষুধা + ঋত
কৃষ্টি = কৃষ্ + তি	গুরুক্তি = গুরু + উক্তি
গবাক্ষ = গো + অক্ষ	গবেষণা = গো + এষণা
গায়ক = গৈ + অক	গোম্পদ = গো + পদ
জনৈক = জন + এক	জগন্নাথ = জগৎ + নাথ
চলচ্চিত্র = চলৎ + চিত্র	ততোধিক = ততঃ + অধিক
তদ্বী = তনু + ঈ	তৃষার্ত = তৃষণা + ঋত
তুষ্টি = তুষ্ + ত	দুশ্চিন্তা = দুঃ + চিন্তা
দুর্বহ = দুঃ + উহ	দুর্যোগ = দুঃ + যোগ
দুরবস্থা = দুঃ + অবস্থা	দুর্নীতি = দুঃ + নীতি
দুলোক = দিব্ + লোক	দুর্লভ = দুঃ + লভ
দুশ্চৈদ্য = দুঃ + চৈদ্য	দুস্থ = দুঃ + স্থ/থ
দুরপনয় = দুঃ + অপনয়	নবোঢ়া = নব + উঢ়া
নম্বর = নশ্ + বর	নিজন্ত = নিচ্ + অন্ত
নিরন্ন = নিঃ + অন্ন	নিরাকার = নিঃ + আকার
নিরস = নিঃ + রস	নিরোগ = নিঃ + রোগ
নিরব = নিঃ + রব	পবন = পো + অন
পরস্পর = পরঃ + পর	পদ্ধতি = পদ + হতি
পর্যবেক্ষণ = পরি + অবিক্ষেপ	পর্যায় = পরি + আয়
পর্যালোচনা = পরি + আলোচনা	প্রত্যুক্তি = প্রতি + উক্তি

প্রত্যুষ = প্রতি + উষ	পাবক = পৌ + অক
প্রেম = প্রিয় + ইমন	বিশোষ্ঠ = বিশ্ব + ওষ্ঠ
বৃহস্পতি = বৃহৎ + পতি	বাগাড়ম্বর = বাক্ + আড়ম্বর
বনৌষধি = বন + ওষধি	ব্যর্থ = বি + অর্থ
বৃষ্টি = বৃষ্ + তি	মস্যাধার = মসী + আধার
ভ্রাতৃপুত্র = ভ্রাতৃঃ + পুত্র	মাত্রাধিক্য = মাত্রা + আধিক্য
মৃণ্ময় = মৃৎ + ময়	মনীষা = মনস্ + ঈসা
মুখচ্ছবি = মুখ + ছবি	মনোনয়ন = মনঃ + নয়ন
মন্বন্তর = মনু + অন্তর	শতেক = শত + এক
মহৈশ্বর্য = মহা + ঐশ্বর্য	শান্ত = শাম্ + ত
শ্রদ্ধাঞ্জলি = শ্রদ্ধা + অঞ্জলি	ষড়ঋতু = ষট্ + ঋত
শীতার্তি = শীত + ঋত	সংখ্যা = সম্ + খ্যা
ষষ্ঠ = ষষ্ + থ	সংশ্লুক = সম্ + শ্লুক
সন্ধান = সম্ + ধান	সংহার = সম্ + হার
সঞ্চয় = সম্ + চয়	সন্ধি = সম্ + ধি
সন্নিহিত = সম্ + নিহিত	সংশয় = সম্ + শয়
সংগীত = সম্ + গীত	সদ্যোজাত = সদ্যঃ + জাত
সুধীন্দ্র = সুধী + ইন্দ্র	স্বাধীনতা = স্ব + অধীনতা
স্বৈচ্ছা = স্ব + ইচ্ছা	সদানন্দ = সদা + আনন্দ
সুবন্ত = সুপ্ + অন্ত	রবীন্দ্র = রবি + ইন্দ্র
স্বাগত = সু + আগত	রাজী = রাজ্ + নী
রত্নাকর = রত্ন + আকর	যশোলাভ = যশঃ + লাভ
লবণ = লো + অন	হিমাচল = হিম + আচল
হিংসা = হিন্ + সা	

শব্দ ও শব্দ প্রকরণ

অর্থবোধক ধ্বনি বা ধ্বনি সমষ্টিকে শব্দ বলে। এক বা একাধিক ধ্বনি একত্রে যখন পূর্ণাঙ্গ অর্থ বা মনের ভাব প্রকাশ করে তখন তাকে শব্দ বলে। শব্দ হলো ভাষার ক্ষুদ্রতম একক।

শব্দের শ্রেণিবিন্যাস

☞ উৎপত্তি অনুসারে বাংলা ভাষার শব্দ ৫ ভাগে বিভক্ত।

- (ক) তৎসম শব্দ (খ) অর্ধতৎসম শব্দ,
(গ) তদ্ভব শব্দ, (ঘ) দেশি শব্দ ও
(ঙ) বিদেশি শব্দ।

☞ অর্থগতভাবে বাংলা ভাষার শব্দসমূহকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়।
যথা: ক. যৌগিক শব্দ, খ. রূঢ় বা রুঢ়িশব্দ ও গ. যোগরূঢ় শব্দ।

☞ গঠন অনুসারে বাংলা ভাষার শব্দসমূহকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়।
যথা: (ক) মৌলিক শব্দ এবং (খ) সাধিত শব্দ।

উৎপত্তিগতভাবে শব্দের শ্রেণিবিভাগ:

উৎপত্তিগতভাবে শব্দ ৫ প্রকার—

১. তৎসম শব্দ:

তৎসম একটি পারিভাষিক শব্দ, এর অর্থ [তৎ (তার) + সম (সমান)] তার সমান অর্থাৎ সংস্কৃতের সমান।

যে সব শব্দ সংস্কৃত ভাষা থেকে সোজাসুজি বাংলা ভাষায় এসেছে এবং যাদের রূপ অপরিবর্তিত রয়েছে, সে সব শব্দকে তৎসম শব্দ বলে।

উদাহরণ:

চন্দ্র	সূর্য	ভুবন	ধর্ম	পত্র	দধি	বৃক্ষ	পত্র
বন্য	মুক্তি	রাজ	তাপস	তাপসী	সিংহ	মানব	কেশর
পুত্র	বৎসর	বৎস	সন্তান	স্নেহ	লবণ	শরীর	কর্ণ
দণ্ড	জিহ্বা	চর্ম	জন্ম	অদ্য	ধর্ম	কর্ম	কুন্তল
রণ	যুদ্ধ	পর্বত	জনক	জননী	পিতা	মাতা	ভ্রাতা
ভগিনী	জলদ	জল	নীর	অপ	ক্ষতি	বর্ম	নর
নারী	ভোজন	চর্চণ	ব্যক্তি	দর্শন	অঙ্গরা	পথ	বণিক
ব্রাহ্মণ	প্রশ্ন	দিক	আগন্তুক	বন	কন্যা	ভৃত্য	দস্যু

বাংলা ভাষায় প্রায় এক লক্ষ পঁচিশ হাজার তৎসম শব্দ আছে।

২. অর্ধ-তৎসম শব্দ:

যেসব শব্দ সংস্কৃত থেকে আংশিক পরিবর্তিত হয়ে বাংলা ভাষায় স্থান করে নিয়েছে, তাদের অর্ধ-তৎসম শব্দ বলে। তৎসম অর্থ সংস্কৃত আর অর্ধ-তৎসম হলো আধা সংস্কৃত।

উদাহরণ:

তৎসম	অর্ধ-তৎসম	তৎসম	অর্ধ-তৎসম	তৎসম	অর্ধ-তৎসম
চন্দ্র	চন্দর	রৌদ্র	রোদুর	গৃহিণী	গিন্নী
শ্রাদ্ধ	ছেরাদ	মন্ত্র	মন্তর	উৎসৃষ্টি	উচ্ছিষ্ট
সকল	সকল	রাত্রি	রাতির	বৃষ্টি	বিষ্টি
প্রাণ	পরাণ	নিমন্ত্রণ	নেমন্তন্ন	বিশ্রী	বিচ্ছিরি
প্রত্যয়	পেত্যয়	কিছু	কিচ্ছু	সূর্য	সুরজ
মিথ্যা	মিছা, মিছে	ক্ষুধা	খিদে	শ্রী	হিরি
মহোৎসব	মোচ্ছর	স্বাদ	সোয়াদ	সত্য	সতি

৩. তদ্ভব শব্দ:

তদ্ভব একটি পারিভাষিক শব্দ। এর অর্থ [তৎ (তার) + ভব (উৎপন্ন)] তার থেকে উৎপন্ন অর্থ সংস্কৃত থেকে উৎপত্তি।

যে সব শব্দের মূল সংস্কৃতি শব্দ, কিন্তু ভাষার স্বাভাবিক বিবর্তন ধারায় প্রাকৃতের মাধ্যমে পরিবর্তিত হয়ে বাংলা ভাষায় স্থান নিয়েছে তাদের তদ্ভব শব্দ বলে।

উদাহরণ:

তৎসম	প্রাকৃত	তদ্ভব	তৎসম	প্রাকৃত	তদ্ভব
অগ্র	অগ্গ	আগ	ঘাত	ঘাঅ	ঘা
হস্ত	হথ	হাত	বধূ	বহু	বউ
ভক্ত	ভত্ত	ভাত	অর্ধ	অদ্প	আধ
কৃষ্ণ	কাহু	কানু/কানাই	ভদ্র	ভল্ল	ভাল

বন্ধ	বংক	বাঁক	গাত্র	গাআ	গা
পাদ	পাতা	পা	পাষণ	পাবন	পাহাড়
অভ্যন্তর	ভীতর	ভিতর	মৎস্য	মচ্ছ	মাছ

৪. দেশি শব্দ:

বাংলা ভূখণ্ডের আদিম অধিবাসী অনার্যদের ভাষা ও সংস্কৃতির কিছু কিছু শব্দ যেগুলো আর্যদের প্রভাবে পরিবর্তিত না হয়ে অবিকৃতভাবে বাংলা ভাষায় রক্ষিত হয়েছে, তাদের দেশি শব্দ বলে।

উদাহরণ:

জীবজন্তু ও পশুপাখির নাম: খেঁকশিয়াল, বাবুই, নেংটি, হাঁড়ি, হোল, হুতুম ইত্যাদি।

ঘরগৃহস্থালী ও প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের নাম: খালুই, চাড়ি, চিমটা, বাঁটা, ঢেঁকি, পাতিল, বাখারি, বাতা, বিচালি, দরজা, সৈঁউতি ইত্যাদি।

ফলমূল ও খাদ্যদ্রব্য: চাউল, ডাব, বিঙ্গা, ধুন্দল, লাউ, থানকুনি, বাতাসা, জালুল, নিসিন্দা, জলপাই।

মাছের নাম: টেংরা, চেলা, পোনা, বাটা, গজার, কাতলা ইত্যাদি।

অন্যান্য শব্দ: ঢোল, খড়, লাঠি ঘোমটা, ডিঙ্গি, পেট, কুড়ি, কয়লা, ঢিল, ঢেউ, টোপর, ধিঙ্গি, ধুতি, নেড়া, মই, ইত্যাদি।

৫. বিদেশি শব্দ:

রাজনৈতিক, ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ও বাণিজ্যিক কারণে বাংলা ভূখণ্ডে আগত বিভিন্ন ভাষাভাষী মানুষের বহু শব্দ বাংলায় এসে স্থান করে নিয়েছে, এসব শব্দকে বিদেশি শব্দ বলে। অর্থাৎ বিদেশি ভাষা হতে বাংলা ভাষায় আগত শব্দই বিদেশি শব্দ।

☞ অন্যান্য ভাষার শব্দ:

আয়া, আচার, আনারস, আতা, আলমারি, আলপিন, আলকাতরা, ইস্পাত, এনতার, কপি, ক্রুশ, কামিজ, কামরা, কেদারা, কেরানি, গরাদ, গামলা, গিজা, চাবি, জানালা, তামাক, পারদ, পাউরুটি, পাদ্রি, পিস্তল, পেঁপে, পেয়ারা, ফিতা, ফিলু, বালতি, বারান্দা, বেহালা, বোমা, বোতাম, মাঞ্চল, মার্কা, মাষ্টল, মিস্তিরি, সাণ্ড, সাবান ইত্যাদি।

তুর্কি শব্দ: চারু, চাকর, তোপ, কুলি, বাবুর্চি, আলখাল্লা, কোর্মা, খাতুন, বেগম, লাশ ইত্যাদি।

চীনা শব্দ: চা, চিনি, এলাচি, তুফান, লিচু, টাইফুন, হোয়াংহো, পেইচিং, নানচিং ইত্যাদি।

ওলন্দাজ শব্দ: ইস্কাপন, টেকা, রুইতন, হরতন, তুরূপ, প্রভৃতি।

ফরাসি শব্দ: আঁতেল, ইংরেজ, কুপন, কার্তুজ, ক্যাফে, ওলন্দাজ, বিস্কুট, বুর্জোয়া, ফ্রসেঁজ, রেস্তোঁরা, শেমিজ ইত্যাদি।

জাপানি শব্দ: রিকসা, হারিকিরি, প্যাগোডা, সাম্পান, হান্সাহেনা, নিপ্পন, টেকিও ইত্যাদি।

বর্মী শব্দ: লুঙ্গি, ফুঙ্গি, ঘুঘনি, কিয়াং, আরাকান, ইয়াঙ্গুন ইত্যাদি।

রুশ শব্দ: বলশেভিক, মস্কভা, সোভিয়েত, স্পুতনিক ইত্যাদি।

ইতালীয় শব্দ: রোম, ম্যাজেন্টা ইত্যাদি।

গ্রিক শব্দ: দাম, কোণ, কেন্দ্র ইত্যাদি।

মিসরীয় শব্দ: মিসরি > মিছরি।

প্রধানত ইংরেজি ভাষা থেকে আগত অন্যান্য ভাষার শব্দ।

অস্ট্রেলিয়া: ক্যান্সার; জার্মানি- ফ্যুরার; তিব্বতি - লামা; দক্ষিণ

আফ্রিকা: জেব্রা; পেরু - কুইনাইন;

মালয়: কাকাতুয়া, কিরিচ, সিংহল - বেরিবেরি।

তুর্কি-ফারসির মিশ্রণ: চুগলখোর, তুরকি, মোগলাই।

আরবি-তুর্কির মিশ্রণ: কাবাব - চিনি।

➔ প্রাদেশিক শব্দ:

পাঞ্জাবি: তারকা, গুরুদুয়ারা, শিখ, চাহিদা ইত্যাদি।

গুজরাটি শব্দ: খন্দর, হরতাল ইত্যাদি।

মারাঠি শব্দ: চেথি, বগী ইত্যাদি।

সাঁওতালি শব্দ: হাঁড়িয়া, কলম্ব, যোদ্ধা ইত্যাদি।

তামিল শব্দ: চুরট, কলা, ভিটা, তামিলনাড়ু ইত্যাদি।

মুণ্ডারি শব্দ: থলি, ফর্মা, ময়ূর ইত্যাদি।

উপসর্গযোগে মিশ্র শব্দ: বেতাল, বেটাইম, বেখবর, বেকুব, ইত্যাদি।

➔ অনুদিত/ পারিভাষিক শব্দ:

- | | | |
|------------------|---|--------------------|
| ১. ব্যবস্থাপক | ➤ | Manager |
| ২. মহাব্যবস্থাপক | ➤ | General Manager |
| ৩. স্নাতক | ➤ | Graduate |
| ৪. স্নাতকোত্তর | ➤ | Post Graduate |
| ৫. অক্সিজেন | ➤ | Oxygen |
| ৬. রসায়ন | ➤ | Chemistry |
| ৭. মহাপরিচালক | ➤ | Director General |
| ৮. উপাচার্য | ➤ | Vice Chancellor |
| ৯. প্রধানমন্ত্রী | ➤ | Prime Minister |
| ১০. রাষ্ট্রপতি | ➤ | President ইত্যাদি। |

অর্থগতভাবে শব্দের শ্রেণিবিভাগ

➔ অর্থগতভাবে শব্দসমূহকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়-

১. যৌগিক শব্দ

যে সকল শব্দের অর্থ তাদের প্রকৃতি ও প্রত্যয়ের অর্থ অনুযায়ী হয়ে থাকে তাদের যৌগিক শব্দ বলে। অন্যভাবে, প্রকৃতি ও প্রত্যয়ের অর্থ যা, সাধিত শব্দের অর্থ যদি তার সাথে অভিন্ন হয় তবে তাকে যৌগিক শব্দ বলে। যেমন -

কৃ + তব্য = কর্তব্য

বাবু + আনা = বাবুয়ানা

পিতা + হীন = পিতৃহীন

এরূপ শব্দ হলো: রাঁধুনি, গুণবান, পাঠক, মিতালী, ভাড়াটে প্রভৃতি।

২. রুঢ় বা রুঢ়ি শব্দ

যে শব্দগুলো বর্তমানে তাদের উৎপত্তির সময়কার অর্থের চাইতে সম্পূর্ণ বিপরীত অর্থ প্রকাশ করে তাদের রুঢ় বা রুঢ়ি শব্দ বলে। অন্যভাবে, যে শব্দের অর্থ প্রকৃতি ও প্রত্যয়ের অনুগামী না হয়ে বিপরীত অর্থ বা অন্য কোন অর্থ প্রকাশ করে তাকে রুঢ় বা রুঢ়ি শব্দ বলে। যেমন:

শব্দ	মূল অর্থ	পরিবর্তিত অর্থ
সন্দেশ	সংবাদ	মিষ্টান্ন
চিকন	চকচকে	সরু
জ্যাঠামি	জেঠার ভাব	চাপল্য
প্রবীণ	প্রকৃষ্ট বীণাবাদক	বয়স্ক ব্যক্তি

এরূপ শব্দ হলো: অতিথি, অর্ধাঙ্গিনী, গবাক্ষ, দুহিতা, পাঞ্জাবি, বাঁশি, রাখাল, স্নাতক প্রভৃতি।

৩. যোগরুঢ় শব্দ

যে সকল শব্দ উৎপত্তির সময় একটি বৃহত্তর অর্থ প্রকাশ করলেও কালক্রমে তা একটি সংকীর্ণ অর্থের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে গেছে, তাদের যোগরুঢ় শব্দ বলে।

সমাসনিষ্পন্ন যে সকল শব্দ তাদের সমস্যমান পদগুলোর অর্থ না বুঝিয়ে অন্য কোন অর্থ প্রকাশ করে সেগুলোই যোগরুঢ় শব্দ। যেমন:

শব্দ	মূল অর্থ	বর্তমান অর্থ
মন্দির	যে কোন ঘর	উপাসনালয়
পঙ্কজ	পঙ্কে জন্মে যা	পদ্ম ফুল
বলদ	যে বল দান করে	গরু
রাজপুত	রাজার পুত্র	জাতি বিশেষ

এরূপ শব্দ হলো: অন্ন, জলধি, মহাযাত্রা, সহৃদ, সরোজ প্রভৃতি।

গঠনগতভাবে শব্দের শ্রেণিবিভাগ

➔ গঠনগত দিক থেকে শব্দকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়-

১. মৌলিক শব্দ

যে সকল শব্দকে বিশ্লেষণ করা যায় না, তাদেরকে মৌলিক শব্দ বলে। যেমন: ঢাকা, দেশ, ভাই, গোলাপ, মাটি, ঘর, ফুল, হাত, বউ ইত্যাদি।

২. সাধিত শব্দ

যে সকল শব্দকে বিশ্লেষণ করা যায় এবং বিশ্লিষ্ট এক বা একাধিক অংশের পূর্ণ অর্থ পরিস্ফুট হয় তাকে সাধিত শব্দ বলে। যেমন- নর-নারী, প্রভাত, পরাজয় ইত্যাদি।

সাধিত শব্দকে আবার তিনভাগে ভাগ করা যায়। যথা:

(ক) প্রত্যয়নিষ্পন্ন শব্দ: প্রত্যয় দ্বারা নিষ্পন্ন বা সৃষ্ট শব্দগুলোকে প্রত্যয়নিষ্পন্ন শব্দ বলে। যেমন: বক্তব্য, সহিষ্ণুতা, দুর্গমতা, দ্রষ্টব্য, পঠনীয় ইত্যাদি।

(খ) সমাসবদ্ধ শব্দ: একাধিক শব্দযোগে যে সমস্ত শব্দ গঠিত হয় সেগুলোকে সমাসবদ্ধ শব্দ বলে। যেমন: মাতাপিতা, নরনারী, বন্ধুবান্ধব, ভাইবোন, রক্তপদ্ম, পঞ্চবটী, দুর্ভীক্ষ ইত্যাদি।

(গ) উপসর্গ নিষ্পন্ন শব্দ: যে শব্দ বা শব্দ সমষ্টি বিশ্লেষণ করলে তার প্রথম অংশ মূলভাবের প্রসারক, সংকোচক বা পরিবর্তনকারী কোন বর্ণ বা বর্ণসমষ্টি (উপসর্গ) এবং শেষ অংশে ভাবদ্যোতক শব্দটিকে পাওয়া যায়, তাকে উপসর্গ নিষ্পন্ন শব্দ বলে।

যেমন: প্রতি + কূল = প্রতিকূল, উপ + হার = উপহার।

দ্বিরুক্ত শব্দ

দ্বিরুক্তি অর্থ দু'বার উক্ত হয়েছে এমন। বাংলা ভাষায় কোন কোন শব্দ, পদ বা অনুকার শব্দ একা যে অর্থ প্রকাশ করে; দু'বার ব্যবহার করলে অন্য কোন সম্প্রসারিত অর্থ প্রকাশ করে। এ ধরনের শব্দের দু'বার প্রয়োগই দ্বিরুক্তি। যেমন- আমার জ্বর জ্বর লাগছে। এখানে 'জ্বর জ্বর' লাগছে ঠিক জ্বর নয়, জ্বরের ভাব।

গঠনগত দিক থেকে বাংলা ভাষায় দ্বৈতশব্দকে তিনভাগে ভাগ করা যায়:

১. একই শব্দের পুনরাবৃত্তি/শব্দের দ্বিরুক্তি
২. পদের দ্বিরুক্তি
৩. অনুকার দ্বিরুক্তি/ধ্বন্যাৎমক দ্বিরুক্তি

১. শব্দের দ্বিরুক্তি

একই শব্দ যখন অবিকৃতভাবে দু'বার উচ্চারিত হয় তখন তাকে শব্দের দ্বিরুক্তি বলে। শব্দের দ্বিরুক্তিতে কোন পদের পরিবর্তন হয় না, কেবল অর্থের পরিবর্তন হয়।

যেমন: দিন দিন, রোজ রোজ, লাল লাল, কেউ কেউ, পাকা পাকা।

২. পদের দ্বিরুক্তি

একই বিভক্তিয়ুক্ত পদের দ্বিরুক্তিকে পদের দ্বিরুক্তি বলে। পদের দ্বিরুক্তিতে দ্বিতীয় পদের ধ্বনিগত পরিবর্তন হলেও বিভক্তির কোন পরিবর্তন হয় না। যেমন: আমি আজ জ্বর জ্বর বোধ করছি।

৩. ধ্বন্যাৎমক দ্বিরুক্তি

কোন কিছু স্বাভাবিক আওয়াজ বা ধ্বনির অনুকরণে গঠিত শব্দকে ধ্বন্যাৎমক দ্বিরুক্তি বলে। টিপ্ টিপ্, টিক্ টিক্, শন্ শন্।

লিঙ্গ প্রকরণ

লিঙ্গ শব্দটির অর্থ চিহ্ন। সংস্কৃত লিঙ্গ শব্দটির ব্যুৎপত্তি এরকম, লিঙ্গ্ + অ = লিঙ্গ। লিঙ্গ শব্দের বিশেষ অর্থ থাকলেও ব্যাকরণে এটি শব্দের শ্রেণিবিশেষ বোঝাতে ব্যবহৃত হয়। একটি শব্দ স্ত্রীবাচক, পুরুষবাচক অথবা স্ত্রী বা পুরুষ কোনোটাই না হলে স্ত্রীবাচকও হতে পারে।

বাংলা ভাষায় প্রধানত বিশেষ্য পদেরই লিঙ্গের পার্থক্য হয়। কেবল প্রাণীর মধ্যে স্ত্রী পুরুষের ভেদ রয়েছে। প্রাণী হয় পুরুষ না হয় স্ত্রী, যারা প্রাণী নয় তাদের পুরুষ ও স্ত্রী নেই তারা স্ত্রীবাচক, অপর কোন কোনটি পুরুষ ও স্ত্রী দুটিই বোঝায়। এদিক থেকে বিচার করে বাংলা ব্যাকরণে বিশেষ্য পদের চার প্রকার লিঙ্গ স্বীকার করা হয়েছে—

১. পুংলিঙ্গ
২. স্ত্রীলিঙ্গ
৩. স্ত্রীবাচক
৪. উভয়লিঙ্গ

১. পুংলিঙ্গ

যে সকল নামবাচক শব্দের দ্বারা পুরুষ বোঝায়, তাদের পুংলিঙ্গ বলে। যেমন- বাবা, কাকা, দাদা, ছেলে, প্রবীণ, কিশোর ইত্যাদি।

২. স্ত্রীলিঙ্গ

যে সকল নামবাচক শব্দের দ্বারা স্ত্রী বোঝায়, তাদের স্ত্রীলিঙ্গ বলে। যেমন: মা, কাকি, দাদি, নানি, প্রবীণা, কিশোরী ইত্যাদি।

৩. স্ত্রীবাচক

যে সকল নামবাচক শব্দের দ্বারা পুরুষ বা স্ত্রী কোনটাই বোঝায় না, তাদের স্ত্রীবাচক বলে।

যেমন: গাছ, পাহাড়, পর্বত, ফল, টেবিল, বই ইত্যাদি।

৪. উভয়লিঙ্গ

উপরিউক্ত তিনটি লিঙ্গ ছাড়াও ব্যাকরণে আরেকটি লিঙ্গ স্বীকৃত, তা হলো উভয়লিঙ্গ। এগুলো স্ত্রী, পুরুষ উভয়ই বোঝায়। যেমন: শিশু, কবি, ডাক্তার, শিল্পী ইত্যাদি।

বাংলা ভাষায় বিশেষণ পদেরও কোনো লিঙ্গ হয় না। তবে, অনেক সময় বিশেষ্যের লিঙ্গ অনুযায়ী লিঙ্গ হয়ে থাকে। যেমন:

পুংলিঙ্গ বিশেষণ	স্ত্রীলিঙ্গ বিশেষণ
জ্যেষ্ঠ পুত্র	জ্যেষ্ঠা কন্যা
মুহতারাম, জনাব	মুহতারামা, জনাবা
মাননীয়	মাননীয়
বুদ্ধিমান বালক	বুদ্ধিমতী বালিকা
শিক্ষিত ভদ্রলোক	শিক্ষিতা ভদ্রমহিলা

লিঙ্গ পরিবর্তন বা লিঙ্গান্তর

(ক) প্রত্যয়যোগে লিঙ্গ পরিবর্তনের নিয়মাবলি

১. অ-কারান্তে পুংলিঙ্গের শেষে 'আ' যোগ করে লিঙ্গ পরিবর্তন হয়।

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
সভ্য	সভ্যা	নবীন	নবীনা	বরণীয়	বরণীয়া
বৃদ্ধ	বৃদ্ধা	শিষ্য	শিষ্যা	চপল	চপলা
প্রিয়	প্রিয়া	মনোহর	মনোহরা	ক্রোধ	ক্রোধিণী
মাননীয়	মাননীয়	উত্তম	উত্তমা	কনিষ্ঠ	কনিষ্ঠা
মলিন	মলিনা	সহোদর	সহোদরা	জ্যেষ্ঠ	জ্যেষ্ঠা
দ্বিতীয়	দ্বিতীয়া	কৃপণ	কৃপণা	প্রাচীন	প্রাচীনা
প্রিয়তম	প্রিয়তমা	জীবিত	জীবিতা	কৃশ	কৃশা
ক্ষত্রিয়	ক্ষত্রিয়া	অশ্ব	অশ্বা	কমণীয়	কমণীয়া

২. অ এবং আ-কারান্ত পুংলিঙ্গ বিশেষ্য পদের শেষে 'ঈ'-কার যোগ করে স্ত্রীলিঙ্গ করা হয়।

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
তরণ	তরণী	মানব	মানবী	রজক	রজকী
ষোড়শ	ষোড়শী	স্নেহময়	স্নেহময়ী	কর্তা	কর্ত্রী
দেব	দেবী	সুন্দর	সুন্দরী	নেতা	নেত্রী
নর্তক	নর্তকী	শুকর	শুকরী	পাগল	পাগলী
দাতা	দাত্রী	মামা	মামী	হরিণ	হরিণী
শঙ্কর	শঙ্করী	ঈশ্বর	ঈশ্বরী	মৎস্য	মৎস্যী
পিতামহ	পিতামহী	নদ	নদী	বুদ্ধিমান	বুদ্ধিমতী
ছোড়া	ছোড়ী	তাপস	তাপসী	মৃন্ময়	মৃন্ময়ী

৩. পুংলিঙ্গ শব্দের শেষে অক থাকলে অক -কে ইক করে নিয়ে তার শেষে আ-প্রত্যয় যোগ করে স্ত্রীলিঙ্গ করতে হয়।

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
----------	-------------	----------	-------------	----------	-------------

গায়ক	গায়িকা	প্রেরক	প্রেরিকা	নায়ক	নায়িকা
বাহক	বাহিকা	পাচক	পাচিকা	সাধক	সাধিকা
সম্পাদক	সম্পাদিকা	অধ্যাপক	অধ্যাপিকা	প্রচারক	প্রচারিকা
পালক	পালিকা	গ্রাহক	গ্রাহিকা	শিক্ষক	শিক্ষিকা
অভিভাবক	অভিভাবিকা	ভক্ষক	ভক্ষিকা	চালক	চালিকা

৪. কতগুলো পুংলিঙ্গের শেষে 'আনী' যোগ করে স্ত্রীলিঙ্গ করা হয়।

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
অরণ্য	অরণ্যানী	মাতুল	মাতুলানী	চাকর	চাকরানী
মেথর	মেথরানী	চৌধুরী	চৌধুরানী	মোগল	মোগলানী
ব্রহ্ম	ব্রহ্মাণী	পণ্ডিত	পণ্ডিতানী	নাপিত	নাপিতানী
উপধ্যায়	উপাধ্যায়ানী	বন	বনানী	শূদ্র	শূদ্রানী

৫. কতগুলো পুংলিঙ্গ শব্দের শেষে 'ইনী' প্রত্যয় যোগ করে স্ত্রীলিঙ্গ করা হয়।

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
অভাগা	অভাগিনী	মাতঙ্গ	মাতঙ্গিনী	সাপ	সাপিনী
কাঙাল	কাঙালিনী	পাগল	পাগলিনী	সঙ্গী	সঙ্গিনী
গোপ	গোপিনী	বিহঙ্গ	বিহঙ্গিনী	সন্ন্যাস	সন্ন্যাসিনী
বাঘ	বাঘিনী	চাতক	চাতকিনী	শ্বেতাঙ্গ	শ্বেতাঙ্গিনী
রজক	রজকিনী	ভিখারী	ভিখারিনী	মালী	মালিনী

৬. কতগুলো পুংলিঙ্গ শব্দের শেষে 'নী' প্রত্যয় যোগে স্ত্রীলিঙ্গ হয়।

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
ভিখারী	ভিখারিনী	কৃষাণ	কৃষাণী	ধোপা	ধোপানী
মায়াবী	মায়াবিনী	অভাগা	অভাগিনী	বেদে	বেদেনী
দুঃখী	দুঃখিনী	যশস্বী	যশস্বিনী	জেলে	জেলেনী
বিদেশি	বিদেশিনী	ডাক্তার	ডাক্তারিনী	প্রেত	প্রেতনী
নাতি	নাতিনী	ননদাই	ননদিনী	কুমার	কুমারিনী

৭. ভিন্ন শব্দ ব্যবহার করে লিঙ্গান্তর বা লিঙ্গ পরিবর্তন:

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
বাদশা	বেগম	পুরুষ/নর	নারী	কুলি	কমিন
বর	কনে	চাকর	বি	ভাই	ভাবী/বোন
স্বামী	স্ত্রী	সম্রাট	সম্রাজ্ঞী	দেবর	ননদ/জা
খালু	খালা	সাধু	সাধ্বী	বিপত্নীক	বিধবা
লর্ড	লেডি	ভূত	পেত্নী	পুত্র	কন্যা
দুলহা	দুলহিন	ফুফা	ফুফু	খানসামা	আয়া
বিদ্বান	বিদ্বা	খান	খানম	আব্বা	আম্মা
ঐড়ে	বকনা	শুক	শারি	গোলাম	বাঁদী

৮. ‘বান’, ‘মান’, ‘আন’, স্থলে ‘অতী’ ‘য়সী’ প্রত্যয়যোগে লিঙ্গান্তর করা হয়।

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
বিদ্যাবান	বিদ্যাবতী	ভূয়ান	ভূয়সী	জ্ঞানবান	জ্ঞানবতী
মহিয়ান	মহীয়সী	শ্রীমান	শ্রীমতী	শ্রেয়ান	শ্রেয়সী
মতিমান	মতিময়ী	গরিয়ান	গরীয়সী		

৯. পুংলিঙ্গ শব্দের শেষে ‘ন’ প্রত্যয় যোগে স্ত্রীলিঙ্গ করা হয়।

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
নাতী	নাতিন	ঠাকুর	ঠাকুরণ

১০. পুংলিঙ্গ শব্দের শেষে ‘আইন’ প্রত্যয় যোগে লিঙ্গান্তর করা হয়।

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
বেয়াই	বেয়াইন	হুজুর	হুজুরাইন	দুলহা	দুলহাইন

১১. পুংলিঙ্গ শব্দের শেষে ‘বিনী’ যোগ করে স্ত্রীলিঙ্গ করা হয়।

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
তেজস্বী	তেজস্বিনী	ওজস্বী	ওজস্বিনী	মায়াবী	মায়াবিনী
মেধাবী	মেধাবিনী	পর্যস্বী	পর্যস্বিনী	যশস্বী	যশস্বিনী

১২. কর্তা, দাতা ইত্যাদি পুংলিঙ্গকে অর্থাৎ ‘ত’ কে ‘ত্ৰী’ যোগ করে স্ত্রীলিঙ্গ করা হয়।

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
দাতা	দাত্রী	কর্তা	কর্ত্রী	শিক্ষাদাতা	শিক্ষাদাত্রী
ধাতা	ধাত্রী	অভিনেতা	অভিনেত্রী	বিধাতা	বিধাত্রী

১৩. পুংলিঙ্গবাচক শব্দের শেষে প্রযুক্ত অস, অৎ, বান, বিন, চর, ইক, নয়, দৃশ, ঈশ শব্দাবলির শেষে ‘ঈ’ যোগ করে স্ত্রীলিঙ্গ করা হয়।

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
গরীয়ান	গরীয়সী	জলচর	জলচরী	আয়ুত্মান	আয়ুত্মতী
প্রেয়স	প্রেয়সী	ধীমান	ধীমতী	তাদৃশ	তাদৃশী
দয়াময়	দয়াময়ী	হিতকর	হিতকরী	মধুকর	মধুকরী
মায়াবিন	মায়াবিনী	মানিন	মানিনী	শুভঙ্কর	শুভঙ্করী
মহৎ	মহতী	সৎ	সতী	বলবৎ	বলবতী
বৃহৎ	বৃহতী	খেচর	খেচরী	ভগবৎ	ভগবতী

১৪. পুরুষবাচক শব্দের আগে অথবা পরে স্ত্রীবাচক শব্দ যোগ করে স্ত্রীলিঙ্গ করা হয়।

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
শিল্পী	নারী শিল্পী	সৈন্য	মহিলা সৈন্য
ভাই	ভাই-বৌ	প্রতিনিধি	মহিলা প্রতিনিধি
নাতি	নাত-বৌ	ভাগনে	ভাগনে-বৌ

১৫. শব্দের আগে বা পরে পুরুষবাচক ও স্ত্রীবাচক শব্দ বসিয়ে পুংলিঙ্গ ও

স্ত্রীলিঙ্গ করা হয়।

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	‘পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
ঐড়ে বাছুর	বকনা বাছুর	ষাঁড় গরু	গাই গরু
বেটা ছেলে	মেয়ে ছেলে	মর্দা উট	মাদী উট
হলু বিড়াল	মেনী/মাদী বিড়াল	পুরুষ মানুষ	মেয়ে মানুষ

১৬. কতকগুলো পুরুষবাচক শব্দের একাধিক স্ত্রীলিঙ্গ হয়।

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
দেবর	ননদ, জা	ভাই	বোন, ভাবী
পুত্র	কন্যা, পুত্রবধূ	বন্ধু	বান্ধবী, বন্ধুপত্নী
দাদা	দাদি, বৌদি	শিক্ষক	শিক্ষিকা, শিক্ষয়ত্রী

(খ) বিশেষ নিয়মে সাধিত স্ত্রীবাচক শব্দ

১. যেসব পুরুষবাচক শব্দের শেষে ‘তা’ রয়েছে, স্ত্রীবাচক বোঝাতে সেসব শব্দে ‘স্ত্রী’ হয়। যেমন: নেতা-নেত্রী, কর্তা-কর্ত্রী, শ্রোতা-শ্রোত্রী, ধাতা-ধাত্রী ইত্যাদি।

২. পুরুষবাচক শব্দের শেষে অত, মান, ঈয়ান থাকলে যথাক্রমে অতী, বতী, মতি, ঈয়সী হয়। যেমন:

পুরুষবাচক	স্ত্রীবাচক	পুরুষবাচক	স্ত্রীবাচক
মহৎ	মহতী	সৎ	সতী
রূপবান	রূপবতী	শ্রীমান	শ্রীমতি
গুণবান	গুণবতী	বুদ্ধিমান	বুদ্ধিমতী

৩. কোন কোন পুরুষবাচক শব্দ থেকে বিশেষ নিয়মে স্ত্রীবাচক শব্দ গঠিত হয়। যেমন:

পুরুষবাচক	স্ত্রীবাচক	পুরুষবাচক	স্ত্রীবাচক
নর	নারী	বন্ধু	বান্ধবী
সম্রাট	সম্রাজ্ঞী	যুবক	যুবতী
শিক্ষক	শিক্ষয়ত্রী	স্বামী	স্ত্রী
পতী	পত্নী	ঋশুর	ঋশ্ব

৪. বিদেশি স্ত্রীবাচক শব্দ

পুরুষবাচক	স্ত্রীবাচক	পুরুষবাচক	স্ত্রীবাচক
মুহতারিম	মুহতারিমা	সুলতান	সুলতানা
খান	খানম	মরদ	জেনানা
মালেক	মালেকা	সাহেব	বিবি, মেম

৫ নিত্য পুরুষবাচক শব্দ: বিপত্নী, সভাপতি, কৃতদার, ঢাকী।

৩. নিত্য স্ত্রীবাচক শব্দ: সধবা, বিধবা, সৎমা, সতীন, সজনী, অঙ্গনা, ললনা, রূপসী ডাইনী, পেঙ্গী, শাকচুল্লী, দাই, এয়ো।
৪. উভয়লিঙ্গ শব্দ: সন্তান, মন্ত্রী, ঋষি, ফৌজ, সৈন্য, পুলিশ, শিশু, হাতী, মানুষ, গরু, আমি, তুমি, তুই, আপনি, সে, তিনি, ইনি, উনি, জল, পাখি।
৫. লিঙ্গ সম্পর্কিত কতিপয় ধারণা
১. পুরুষবাচক শব্দের সাথে ঙ থাকলে স্ত্রীবাচক শব্দে নী এবং আগের ঙ, টি, ই, হয়।
- যেমন: ভিখারী-ভিখারিনী, মালী-মালিনী, অভাগী-অভাগিনী, ননদ-ননদিনী, গোপী-গোপিনী।
২. অক্-অন্ত স্থানে স্ত্রী লিঙ্গে ‘ইকা’ হয় যেমন-গায়িকা, লেখক-লেখিকা, পাঠক-পাঠিকা।
৩. ই প্রত্যয় যুক্ত হলে স্ত্রী লিঙ্গে শব্দের অন্ত য-ফলা (্য) লোপ পায়।
- যেমন: মনুষ্য-মনুষী, মৎস্য-মৎসী, মাধুর্য-মাধুরী।
৪. ইন ও বিন - অন্ত শব্দের স্ত্রী লিঙ্গে ঙ্গ-(প্রসারে ইনী) হয়। যেমন-গুণিন > গুণী-গুণিনী, মায়াবিন > মায়াবী-মায়াবিনী, তেজস্বীন > তেজস্বী-তেজস্বিনী।

৫. জায়া অর্থে ‘ভব’ শব্দের স্ত্রী লিঙ্গে আনী হয় যেমন- ভব-ভবানী, শিব-শিবানী।
৬. কতগুলো শব্দের আগে পুরুষবাচক বা স্ত্রীবাচক শব্দ যোগ করে লিঙ্গান্তর করা হয়। যেমন-পুরুষলোক-মেয়েলোক, বেটাছেলে-মেয়েছেলে, মদা হাঁস-মাদী হাঁস।
৭. কতগুলো পুরুষবাচক শব্দের আগে স্ত্রীবাচক শব্দ যোগ করে স্ত্রীবাচক করা হয়। যেমন: কবি-মহিলা কবি, ডাক্তার - মহিলা ডাক্তার, কর্মী-মহিলা কর্মী।

এগুলো পুরুষবাচক শব্দের সাথে তা থাকলে স্ত্রী বাচকতায় স্ত্রী হয়।

যেমন: নেতা-নেত্রী, শ্রোতা-শ্রোত্রী, ধাতা-ধাত্রী।

কতগুলো শব্দের শেষে পুরুষ বা স্ত্রীবাচক শব্দযোগে লিঙ্গান্তর করা হয়।

যেমন- বোন পো-বোন বি, ঠাকুরদা-ঠাকুর মা, ঠাকুর পো-ঠাকুর বি।

Teacher-Students Work

০১. ‘অহরহ’ শব্দের সন্ধি জ্ঞাপন-

- ক. অহ + রহ খ. অহঃ + হ
গ. অহঃ + রহ ঘ. অহঃ + অহ

০২. ‘ধনুষ্ঠংকর’-এর সঠিক সন্ধিবিচ্ছেদ কোনটি?

- ক. ধনুষ + টস্কার খ. ধনুঃ + টস্কার
গ. ধনু + টস্কার ঘ. ধনুট + স্কার

০৩. ‘চতুরঙ্গ’ এর সন্ধি বিচ্ছেদ করুন-

- ক. চতু + অঙ্গ খ. চতুঃ + অঙ্গ
গ. চতুর + অঙ্গ ঘ. চার + অঙ্গ

০৪. ‘মনীষা’ শব্দের সঠিক সন্ধি বিচ্ছেদ কোনটি?

- ক. মন + ইষা খ. মনস + ঙ্গিষা
গ. মন + ঙ্গিষা ঘ. মনস + ইষা

০৫. ‘নবান্ন’ শব্দটি কোন প্রক্রিয়ায় গঠিত হয়েছে?

- ক. সন্ধি খ. প্রত্যয়
গ. উপসর্গ ঘ. সমাস

০৬. ‘সংবিধান’ শব্দের সঠিক সন্ধি-বিচ্ছেদ-

- ক. সম+বিধান খ. সং + অবিধান
গ. সম্+ বিধান ঘ. সং + বিধান

০৭. ‘সন্ধি’ ব্যাকরণের কোন অংশের আলোচ্য বিষয়?

- ক. পদক্রম খ. রূপতত্ত্ব
গ. ধ্বনিতত্ত্ব ঘ. বাক্যপ্রকরণ

০৮. দ্যুলোকে শব্দের যথার্থ সন্ধি-বিচ্ছেদ কোনটি?

- ক. দুঃ + লোক খ. দিব্ + লোক
গ. দ্বি + লোক ঘ. দিঃ + লোক

০৯. পর্ভুগিজ ভাষা থেকে কোন শব্দটি বাংলায় গৃহীত হয়েছে?

- ক. চেয়ার খ. টেবিল
গ. শরবত ঘ. ইম্পাত

১০. ‘হরতাল’ কোন ভাষা থেকে এসেছে?

- ক. পর্ভুগিজ খ. হিন্দি
গ. গুজরাটি ঘ. ফরাসি

১১. ‘জান্নাত ও বেহেশত’ শব্দ দুটি কোন ভাষা থেকে এসেছে?

- ক. আরবি ও পর্ভুগিজ খ. আরবি ও ফারসি

- গ. ফারসি ও ফরাসি ঘ. তুর্কি ও পর্তুগিজ
১২. শব্দের অর্থযুক্ত ক্ষুদ্রাংশকে বলা হয়?
ক. রূপ খ. বাক্য
গ. শব্দাংশ ঘ. অর্থ
১৩. কোনগুলো দেশি শব্দ?
ক. হস্ত, মস্তক খ. গিল্মী, গতর
গ. চাঁদ, ভাত ঘ. খোকা, চাঁপা
১৪. কোনটি একাক্ষর শব্দ?
ক. মামা খ. দিদি
গ. জল ঘ. আত্মা
১৫. কোনটি দ্বিরুক্ত শব্দ?
ক. মান্য খ. স্বরণ
গ. শন শন ঘ. স্বতন্ত্র
১৬. 'বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর'-কোন ধরনের দ্বিরুক্তি?
ক. শব্দের দ্বিরুক্তি খ. ধন্যাত্মক দ্বিরুক্তি
গ. পদের দ্বিরুক্তি ঘ. ছড়ার শব্দ
১৭. নিচের কোন পুরুষবাচক শব্দের স্ত্রীবাচক শব্দ নেই?
ক. চৌধুরী খ. কুলটী
গ. নবীন ঘ. কবিরাজ
১৮. 'গরীয়ান' শব্দটি কোন লিঙ্গ?
ক. পুংলিঙ্গ খ. স্ত্রীলিঙ্গ
গ. ক্লীবলিঙ্গ ঘ. উভয় লিঙ্গ
১৯. লিঙ্গান্তর হয় না এমন শব্দ কোনটি?
ক. সাহেব খ. দেবয়াই
গ. সঙ্গী ঘ. কবিরাজ
২০. কোন শব্দের লিঙ্গান্তর হয় না?
ক. মালী খ. নেতা
গ. পতি ঘ. কৃতদাস

PPrevious Year Questions

০১. 'গীর্জা' কোন ভাষার অন্তর্গত শব্দ? [৪০তম
বিসিএস]
(ক) ফারসী (খ) পর্তুগিজ
(গ) ওলন্দাজ (ঘ) পাঞ্জাবী
০২. 'জোছনা' কোন শ্রেণির শব্দ? [৪০তম
বিসিএস]
(ক) যৌগিক (খ) তৎসম
(গ) দেশী (ঘ) অর্ধ-তৎসম
০৩. সদ্যোজাত শব্দের শুদ্ধ সন্ধিবিচ্ছেদ কোনটি? [৩৮তম বিসিএস]

- ক) সদ্য + জাত খ) সদ্যো + জাত
গ) সদ্য: + জাত ঘ) সদ্য + জাত
০৪. 'দূরবস্থা' এর সন্ধিবিচ্ছেদ কী? [৩৯তম
বিসিএস]
ক) দুঃ + অবস্থা খ) দু + অবস্থা
গ) দুঃ + আবস্থা ঘ) দুঃ + আবস্থা
০৫. 'রত্নাকর'-এর সন্ধি বিচ্ছেদ কী হবে? [১০তম
বিসিএস]
ক. রত্ন + আকর খ. রত্না + আকর
গ. রত্না + অকর ঘ. রত্ন + অকর
০৬. 'দ্যুলোক'-এর সন্ধি বিচ্ছেদ কোনটি? [১৫তম
বিসিএস]
ক. দেব + লোক খ. দীব + লোক
গ. দিব + লোক ঘ. দুল + ওক
০৭. 'ষড়ঋতু' একটি সন্ধিবদ্ধ শব্দ। এর সন্ধি বিচ্ছেদ হল- [১৭তম
বিসিএস]
ক. ষট + ঋতু খ. সট + ঋতু
গ. ষড় + ঋতু ঘ. ষট + ঋতু
০৮. সন্ধির প্রধান সুবিধা কী? [১৮তম
বিসিএস]
ক. পড়ার সুবিধা খ. লেখার সুবিধা
গ. উচ্চারণের সুবিধা ঘ. চিহ্ন
০৯. 'প্রাতরাশ'-এর সন্ধি- [২৩তম
বিসিএস]
ক. প্রাত + রাশ খ. প্রাতঃ + রাশ
গ. প্রাতঃ + আশ ঘ. প্রাত + আশ
১০. কোন সন্ধিটি নিপাতনে সিদ্ধ? [২৭তম
বিসিএস]
ক. বাক্ + দান = বাগদান খ. উৎ + ছেদ = উচ্ছেদ
গ. পর + পর = পরস্পর ঘ. সম + সার = সংসার
১১. বাগাড়ম্বর শব্দের সন্ধি-বিচ্ছেদ- [৩০তম
বিসিএস]
ক. বাগ্ + অম্বর খ. বাগ্ + আড়ম্বর
গ. বাক্ + অম্বর ঘ. বাক্ + আড়ম্বর
১২. সন্ধি-সাধিত শব্দ 'পরস্পর' কোন ধরনের সন্ধির দৃষ্টান্ত? [৩১তম
বিসিএস]
ক. ব্যঞ্জন ধ্বনি খ. স্বরধ্বনি
গ. নিপাতনে সিদ্ধ ঘ. বিসর্গ সন্ধি
১৩. 'দৈপায়ন' শব্দের শুদ্ধ সন্ধিবিচ্ছেদ কোনটি? [৩৫তম
বিসিএস]
ক. দ্বীপ + আয়ন খ. দ্বিপ + অনট
গ. দ্বীপ + আয়ন ঘ. দ্বীপ + অনট

৩৪. কোনটি মৌলিক শব্দ
বিসিএস]

- ক. মানব খ. গোলাপ
গ. একাক্ষ ঘ. ধাত

৩৫. নারীকে সম্বোধনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে-

- ক. কল্যাণীয়েষু খ. সুচরিতেষু
গ. শ্রদ্ধাস্পদাসু ঘ. প্রীতিভাজনেষু

৩৬. কোনটির লিঙ্গান্তর হয় না?

- ক. বেয়াই খ. সাহেব
গ. কবিরাজ ঘ. সঙ্গী

৩৭. কোনটির দুটি পুরুষবাচক শব্দ আছে?

- ক. ননদ খ. আয়া
গ. প্রিয়া ঘ. শিষ্য

৩৮. কোন্ দ্বিরুক্তি শব্দ দুটি বহুবচন নির্দেশ করে?
বিসিএস]

- ক. পাকা পাকা আম খ. ছিঃ ছিঃ কি করছ
গ. নরম নরম হাত ঘ. উড়ু উড়ু মন

৩৯. 'বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদে এলো বান' - এখানে 'টাপুর টুপুর'
কোন শব্দ?
বিসিএস]

- ক. অবস্থাবাচক শব্দ খ. বাক্যলঙ্কার অব্যয়
গ. ধ্বন্যাত্মক শব্দ ঘ. দ্বিরুক্তি শব্দ

[৩৭তম

[২৩তম বিসিএস]

[১৮তম বিসিএস]

[১৮তম

[১০ম

[২০তম

০১. 'মনঃকষ্ট'-এর সন্ধি বিচ্ছেদ ঞ মনঃ + কষ্ট।
০২. 'পিত্রালয়' শব্দের সন্ধি বিচ্ছেদ ঞ পিতৃ + আলয়।
০৩. 'ততোধিক' শব্দের সন্ধি-বিচ্ছেদ করলে পাওয়া যায় ঞ ততঃ + অধিক।
০৪. 'রবীন্দ্র' - এর সন্ধি বিচ্ছেদ কী? ঞ রবি + ইন্দ্র।
০৫. 'নিরবধি' শব্দটির সঠিক সন্ধি বিচ্ছেদ কী? - নির + অবধি।
০৬. 'পর্যালোচনা' একটি সন্ধিবদ্ধ শব্দ। এর সঠিক সন্ধি বিচ্ছেদ ঞ পরি + আলোচনা।
০৭. 'ভজ + জ' -এর সন্ধিবদ্ধ হলো ঞ ভক্ত।
০৮. 'সংবাদ' এর সন্ধি বিচ্ছেদ ঞ সম + বাদ।
০৯. 'লবণ' এর সন্ধি বিচ্ছেদ ঞ লো + অণ।
১০. 'বহুৎসব' একটি সন্ধিবদ্ধ শব্দ। এর সন্ধিবিচ্ছেদ করলে পাই ঞ বহিঃ + উৎসব।
১১. 'নাবিক'-এর সন্ধি বিচ্ছেদ ঞ নৌ + ইক।
১২. 'চলচ্চিত্র' -এর সন্ধি বিচ্ছেদ ঞ চলৎ + চিত্র।
১৩. বৃষ্টি একটি সন্ধিবদ্ধ শব্দ। এর সন্ধিবিচ্ছেদ করলে পাওয়া যায় ঞ বৃষ+তি।
১৪. 'পদ্ধতি' শব্দের সন্ধিবিচ্ছেদ করলে পাওয়া যায় ঞ পদ্ + হতি।
১৫. 'বৃহস্পতি' একটি সন্ধিবদ্ধ শব্দ। এর সন্ধিবিচ্ছেদ করলে পাওয়া যায় ঞ বৃহৎ + পতি।
১৬. 'মনোযোগ' শব্দটি কোন সন্ধিতে গঠিত? ঞ বিসর্গ সন্ধি।
১৭. 'বনস্পতি'-এর সন্ধি বিচ্ছেদ ঞ বন + পতি।
১৮. 'দুচার' শব্দের সন্ধি বিচ্ছেদ ঞ দুৎ + চার।
১৯. প্রত্যুষ শব্দের সঠিক সন্ধি-বিচ্ছেদ ঞ প্রতি + উষ।
২০. 'মনীষা'-এর সন্ধি বিচ্ছেদ ঞ মনস্ + ঈষা।
২১. 'শীতাত্ত' -এর সন্ধি বিচ্ছেদ ঞ শীত + ঋত।
২২. 'দৈনিক' শব্দের সন্ধি বিচ্ছেদ ঞ দিন + এক।
২৩. 'জনৈক' শব্দটির সন্ধি বিচ্ছেদ ঞ জন + এক।
২৪. 'অহরহ' শব্দটির সন্ধি বিচ্ছেদ ঞ অহঃ + অহ।
২৫. 'ব্যর্থ' শব্দটির সন্ধি বিচ্ছেদ ঞ বি + অর্থ।
২৬. 'উল্লাস' এর সন্ধিবিচ্ছেদ ঞ উৎ + লাস।
২৭. 'মনস্তাপ'-এর সন্ধি বিচ্ছেদ ঞ মনঃ + তাপ।
২৮. 'কাঁদুনি' শব্দের সন্ধি বিচ্ছেদ হচ্ছে ঞ কাঁদ + উনি।
২৯. 'মোড়ক' শব্দের সন্ধি বিচ্ছেদ ঞ সম্ + সার।

































উত্তরমালা










০১	খ	০২	ঘ	০৩	গ	০৪	ক
০৫	ক	০৬	গ	০৭	ক	০৮	গ
০৯	গ	১০	গ	১১	ঘ	১২	গ
১৩	গ	১৪	গ	১৫	খ	১৬	ক
১৭	গ	১৮	ক	১৯	খ	২০	গ
২১	গ	২২	ঘ	২৩	গ	২৪	গ
২৫	ঘ	২৬	ঘ	২৭	খ	২৮	ক
২৯	ঘ	৩০	ক	৩১	ক	৩২	গ
৩৩	গ	৩৪	খ	৩৫	ক	৩৬	গ
৩৭	ক	৩৮	ক	৩৯	গ		

জেনে রাখা ভালো

৩০. 'যদ্যপি' এর সন্ধি বিচ্ছেদ $\text{যদি} + \text{অপি}$ ।
৩১. 'সংসার' -এর সন্ধি বিচ্ছেদ $\text{সম্} + \text{সার}$ ।
৩২. 'ধার' শব্দটির সন্ধি বিচ্ছেদ হবে $\text{ধার} + \text{অ}$ ।
৩৩. "বৈঠক" শব্দের সন্ধি বিচ্ছেদ $\text{বৈঠ} + \text{ক}$ ।
৩৪. 'যাচ্ছেতাই' এর সঠিক সন্ধি-বিচ্ছেদ $\text{যা} + \text{ইচ্ছে} + \text{তাই}$ ।
৩৫. 'পনির' শব্দটির সন্ধি বিচ্ছেদ $\text{পন্} + \text{ই} + \text{র}$ ।
৩৬. 'জলৌকা' শব্দের সন্ধি বিচ্ছেদ $\text{জল} + \text{ওকা}$ ।
৩৭. 'স্বাগত'-এর সন্ধি বিচ্ছেদ $\text{সু} + \text{আগত}$ ।
৩৮. দুই বর্ণের পরস্পর মিলনকে কী বলে? সন্ধি ।
৩৯. 'ক্ষুধার্ত' শব্দের সন্ধি-বিচ্ছেদ $\text{ক্ষুধা} + \text{ঋত}$ ।
৪০. 'ষোড়শ' শব্দটির সঠিক সন্ধি সন্ধি বিচ্ছেদ $\text{ষট্} + \text{দশ}$ ।
৪১. 'নিশ্চয়' -এর সন্ধি বিচ্ছেদ $\text{নিঃ} + \text{চয়}$ ।
৪২. 'এদুর' এর সন্ধিবিচ্ছেদ $\text{এত} + \text{দূর}$ ।
৪৩. 'শিরঃ + ছেদ' -এর সন্ধি শিরছেদ ।
৪৪. 'তস্বী' শব্দের সন্ধি বিচ্ছেদ $\text{তনু} + \text{ঈ}$ ।
৪৫. 'বজ্জাত'-এর সন্ধি বিচ্ছেদ $\text{বদ্} + \text{জাত}$ ।
৪৬. 'বাগদান'-এর সন্ধি বিচ্ছেদ $\text{বাক্} + \text{দান}$ ।
৪৭. 'গবেষণা'-এর সন্ধি বিচ্ছেদ $\text{গো} + \text{এষণা}$ ।
৪৮. 'দুর্যোগ' এর সন্ধি বিচ্ছেদ $\text{দুঃ} + \text{যোগ}$ ।
৪৯. 'ছেলেমি' শব্দের সন্ধি বিচ্ছেদ $\text{ছেলে} + \text{আমি}$ ।
৫০. 'নিষ্ঠা' শব্দের সন্ধি বিচ্ছেদ $\text{নিঃ} + \text{ঠা}$ ।
৫১. 'সন্ধান' শব্দের সন্ধি বিচ্ছেদ $\text{সম্} + \text{ধান}$ ।
৫২. মহেন্দ্র $\text{মহা} + \text{ইন্দ্র}$ ।
৫৩. 'আশ্চর্য' এর সন্ধি বিচ্ছেদ $\text{আ} + \text{চর্য}$ ।
৫৪. 'পুরস্কার' এর সন্ধি বিচ্ছেদ $\text{পুরঃ} + \text{কার}$ ।
৫৫. 'দিব + লোক' কোন সন্ধির উদাহরণ? স্বরসন্ধি ।
৫৬. 'রান্না'-এর সন্ধি বিচ্ছেদ $\text{রাঁধ্} + \text{না}$ ।
৫৭. 'দুশ্চরিত্র'-এর সন্ধি বিচ্ছেদ $\text{দুঃ} + \text{চরিত্র}$ ।
৫৮. 'অত্যন্ত' এর সন্ধি বিচ্ছেদ $\text{অতি} + \text{অন্ত}$ ।
৫৯. 'অধোগতি' শব্দের সন্ধি বিচ্ছেদ $\text{অধঃ} + \text{গতি}$ ।
৬০. 'তপোবন' এর সন্ধি বিচ্ছেদ $\text{তপঃ} + \text{বন}$ ।
৬১. 'উদ্যোগ' শব্দের সন্ধি বিচ্ছেদ $\text{উৎ} + \text{যোগ}$ ।
৬২. 'বিচ্ছিন্ন' শব্দের সন্ধি বিচ্ছেদ $\text{বি} + \text{ছিন্ন}$ ।
৬৩. 'পরীক্ষা' শব্দটির সঠিক সন্ধি বিচ্ছেদ $\text{পরি} + \text{ঈক্ষা}$ ।

৬৪. ষষ্ঠ এর সন্ধি বিচ্ছেদ $\text{ষষ্} + \text{থ}$ ।
৬৫. 'চতুষ্পদ' শব্দের সন্ধি বিচ্ছেদ $\text{চতুঃ} + \text{পদ}$ ।
৬৬. 'সতীশ' শব্দটির সন্ধি বিচ্ছেদ $\text{সতী} + \text{ঈশ}$ ।
৬৭. 'মতৈক্য' শব্দের সন্ধি বিচ্ছেদ $\text{মত} + \text{ঐক্য}$ ।
৬৮. জাতি + অভিমান জাত্যভিমান ।
৬৯. 'মুন্সায়' শব্দের সন্ধি-বিচ্ছেদ কর $\text{মুৎ} + \text{ময়}$ ।
৭০. ক্ষুৎপিপাসা শব্দের সন্ধি-বিচ্ছেদ কোনটি? $\text{ক্ষুধ্} + \text{পিপাসা}$ ।
৭১. ক্ষুণ্ণিবৃত্তি শব্দের সঠিক সন্ধি বিচ্ছেদ $\text{ক্ষুধ্} + \text{নিবৃত্তি}$ ।
৭২. ধ্বনিবাচক দ্বিরুক্ত শব্দ কড়কড় ।
৭৩. বৃষ্টি পড়ে টাপুরটুপুর - কোন ধরনের শব্দ? পদের দ্বিরুক্তি ।
৭৪. 'বই-টাই নিয়ে পড়তে বসো' 'বই-টাই' কী অনুচর? দ্বিরুক্তি ।
৭৫. এক বা একাধিক বর্ণ মিলে কোনো অর্থ প্রকাশ করলে তাকে কী বলে? শব্দ ।
৭৬. উৎপত্তিগতভাবে বাংলা ভাষার শব্দকে কয়টি ভাগে ভাগ করা হয়েছে? পাঁচটি ।
৭৭. 'লুঙ্গি' কোন্ ভাষার শব্দ? বর্মি ।
৭৮. 'শাকসবজি' শব্দটির উৎপত্তি $\text{তৎসম} + \text{ফারসি}$ ।
৭৯. 'চানচুর' শব্দটি কোন ভাষা থেকে বাংলা ভাষায় এসেছে? - হিন্দি ।
৮০. 'রুইতন' শব্দটি কোন ভাষা থেকে আগত? ওলন্দাজ ।
৮১. 'চাকমক' শব্দটি এসেছে তুর্কি ।
৮২. হরতাল কোন্ ভাষার শব্দ? গুজরাটি ।
৮৩. 'তারিখ' কোন্ ভাষার শব্দ ফারসি ।
৮৪. গাং শব্দটি হিন্দি ।
৮৫. 'কুলি' শব্দটি কোন ভাষা থেকে আগত? তুর্কি ।
৮৬. 'বাবুর্চি' কোন্ ভাষার শব্দ? তুর্কি ।
৮৭. বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত 'লেবু' শব্দটি কোন ভাষা থেকে আগত? ফারসি ।
৮৯. 'জানাযা' শব্দটি বিদেশি ।
৯০. 'জানালা' শব্দটি পর্তুগিজ ।
৯১. 'পানি' শব্দটি বাংলা কোন ভাষা থেকে এসেছে? হিন্দি ।
৯২. 'নামায' শব্দটি কোন ভাষা থেকে এসেছে? - ফারসি ।
৯৩. 'খিদে' কোন ধরনের শব্দ? অর্ধ-তৎসম ।
৯৪. 'চকলেট' কোন দেশের ভাষার শব্দ? মেক্সিকান ।
৯৫. 'খোদা' শব্দটি কোন ভাষার শব্দ? ফারসি ।
৯৬. 'খ্রিষ্টাব্দ' হচ্ছে মিশ্র শব্দ।

৯৭. তত্ত্ব-এর অর্থ হলো  তার থেকে উৎপন্ন।
৯৮. অনার্য জাতির ব্যবহৃত শব্দকে কি শব্দ বলে?  দেশি।
৯৯. ‘হাটবাজার’ কোন কোন ভাষার শব্দ নিয়ে গঠিত?  বাংলা ও ফারসি
১০০. ‘ম্যালেরিয়া’ কোন ভাষার শব্দ?  ইংরেজি।
১০১. ‘হরতন’ কোন ভাষার শব্দ?  ওলন্দাজ।
১০২. ‘ডাক্তার বাবু’ কোন শ্রেণির শব্দ?  মিশ্র।
১০৩. যেসব শব্দ মূল অর্থ প্রকাশ না করে অন্য বিশিষ্ট অর্থ প্রকাশ করে
- তাকে কী বলে?  রুঢ়ি শব্দ।
১০৪. যে সব শব্দের বুৎপত্তিগত অর্থ ও ব্যবহারিক অর্থ অভিন্ন, তাকে বলে  যৌগিক শব্দ।
১০৫. ‘মিতালি’ কোন প্রকৃতির শব্দ?  যৌগিক।
১০৬. চা, লিচু, লুচি কোন জাতীয় শব্দ?  চৈনিক।
১০৭. ‘পাউরুটি’ কোন ভাষার শব্দ?  পর্তুগিজ।
১০৮. ‘ইংরেজ’ কোন ভাষার শব্দ?  পর্তুগিজ।
১০৯. ‘আলকাতরা’ শব্দটি কোন ভাষা থেকে আগত?  ফারসি
১১০. ‘রেস্তোরাঁ’ কোন ভাষার শব্দ?  ফরাসি।
১১২. বাংলা ভাষায় সবচেয়ে বেশি শব্দ এসেছে  ফারসি থেকে
১১৩. চন্দ্র শব্দের তত্ত্ব রূপ  চাঁদ।
১১৪. বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত ‘টুপি’ শব্দটি কোন দেশীয়?  পর্তুগিজ
১১৫. ‘রিকসা’ কোন ভাষার শব্দ?  জাপানি।
১১৬. শব্দের অর্থযুক্ত ক্ষুদ্রাংশকে বলা হয়  রূপ।
১১৭. নিচের কোনটি যোগরূঢ় শব্দের উদাহরণ?  আদিত্য।
১১৮. চাঁদ + মুখ কোন ধরনের শব্দ?  যোগরূঢ় শব্দ।
১১৯. ‘সুহৃদ’ কি ধরনের শব্দ  যোগরূঢ় শব্দ।
১২০. বাংলা ভাষায় শব্দ সম্ভারে বিদেশি শব্দ কত ভাগ এসেছে?  ৮%
১২১. ‘ধুম্র’ শব্দটি নিচের কোন শ্রেণিভুক্ত?  তৎসম।
১২২. ‘শাড়ি’ শব্দের উৎস  ‘সংস্কৃত শাচী’।
১২৩. “ওরে, বাছা মাতৃকোষে রতনের রাজি” বাছা শব্দটি  তত্ত্ব।
১২৪. গেরাম কোন জাতীয় শব্দ  অর্ধ-তৎসম।
১২৫. ‘কৃষ’-এর অর্ধ-তৎসম শব্দ  কেষ্ট।
১২৬. অনার্য জাতির ব্যবহৃত শব্দকে কী শব্দ বলে?  দেশি।
১২৭. Boron এবং Zirconium নাম দুটি কোন ভাষা থেকে এসেছে?  আরবি।
১২৮. ‘বকলম’ শব্দটি বাংলা ভাষায় এসেছে  আরবি ভাষা থেকে।
১২৯. ‘জঙ্গল’ শব্দটি কোন ভাষা থেকে এসেছে  ফারসি।

১৩০. ‘সোয়া’ শব্দটি কোন ভাষা থেকে আগত?  ফারসি।
১৩১. ‘আঁতাত’ শব্দটি কোন ভাষা থেকে আগত?  ফারসি।
১৩২. ‘পুলিশ’ শব্দটি কোন ভাষা থেকে এসেছে?  ইংরেজি।
১৩৩. ‘খিস্তিখেউর’ কোন ভাষার শব্দ?  বাংলা।
১৩৪. ‘খানসামা রেস্তোরাঁয় টাইমলি হাজির’ এ বাক্যে আছে যথাক্রমে  ফরাসি, ফারসি, ইংরেজি ও আরবি শব্দ।
১৩৫. ‘হাতে হাতে ফল পাওয়া’ বাক্যাংশে ‘হাতে হাতে’ হলো  দ্বিরুক্তি শব্দদ্বয়।
১৩৬. ‘সারা বাড়িটা খাঁ খাঁ করছে-এখানে ‘খাঁ খাঁ’ হলো  দ্বিরুক্তি
১৩৭. ‘মাথা-মুণ্ড’ কোন ধরনের শব্দ?  ধ্বন্যাত্মক শব্দ।
১৩৮. ‘রাশি’ শব্দের দ্বিরুক্তিতে কোন অর্থ পায়  আধিক্য।

পিএসসিসহ অন্যান্য পরীক্ষায় আসা প্রশ্নসমূহ

সন্ধি (স্বরসন্ধি)

০১. পরস্পর কাছাকাছি ধ্বনি বা বর্ণের মিলনকে বলে/পাশাপাশি দুটি বর্ণ বা ধ্বনির মিলনকে কি বলে?
- ক. সন্ধি খ. সমাস
- গ. কারক ঘ. প্রত্যয়
০২. সন্ধি শব্দের অর্থ কী?
- ক. মিলন খ. বিচ্ছেদ
- গ. বন্ধুত্ব ঘ. সংযোগ
০৩. কোনটিকে সন্ধির সংজ্ঞা বলা হয়?
- ক. পদে পদে মিলকে খ. শব্দে শব্দে মিলকে
- গ. ধ্বনিতে ধ্বনিতে মিলকে ঘ. উপসর্গে শব্দে মিলকে
০৪. সন্ধির উদ্দেশ্য কোনটি?
- ক. শব্দের মিলন খ. ধ্বনিগত মাদুর্য সৃষ্টি
- গ. শব্দগত মাদুর্য সৃষ্টি ঘ. বর্ণের মিল
০৫. সন্ধির প্রধান সুবিধা কী?
- ক. উচ্চারণের সুবিধা খ. লেখার সুবিধা
- গ. শোনার সুবিধা ঘ. পড়ার সুবিধা
০৬. কোন বাংলা পদের সাথে সন্ধি হয় না?

- ক. বিশেষ্য খ. বিশেষণ
গ. ক্রিয়া ঘ. অব্যয়
০৭. 'বক+কচ্ছপ' = 'বকচ্ছপ' এই রীতিতে গঠিত শব্দকে বলা হয়-
ক. সন্ধিবদ্ধ শব্দ খ. জোড়কলম
গ. মিশ্র শব্দ ঘ. নিপাতনের সিদ্ধ শব্দ
০৮. সন্ধি কত প্রকার ?
ক. ২ খ. ৩
গ. ৪ ঘ. ৫
০৯. 'রত্নাকর' শব্দটির সন্ধি-বিচ্ছেদ-
ক. রত্ন+কর খ. রত্ন+কর
গ. রত্না+আকর ঘ. রত্ন+আকর
১০. 'পাগলামি' শব্দের সন্ধি-বিচ্ছেদ করলে পাওয়া যায়-
ক. পাগল+লামি খ. পাগল+লামি
গ. পাগল+আমি ঘ. পাগল+মি
১১. 'গতানুগতিক' এর সন্ধি-বিচ্ছেদ কোনটি?
ক. গত+আনুগতিক খ. গত+অনুগতিক
গ. গত+অনুগতিক ঘ. গতানু+গতিক
১২. 'পুরাধ্যক্ষ' শব্দটির সঠিক সন্ধি বিচ্ছেদ কোনটি?
ক. পুর+আধ্যক্ষ খ. পুর+অধ্যক্ষ
গ. পুরা+অধ্যক্ষ ঘ. পুরা+আধ্যক্ষ
১৩. 'বিদ্যালয়' এর সন্ধি বিচ্ছেদ-
ক. বিদ্যা+আলয় খ. বিদ্যা+আলয়
গ. বিদ্যা+লয় ঘ. বিদ+আলয়
১৪. কোনটি স্বরসন্ধির উদাহরণ?
ক. গিজন্ত খ. অহরহ
গ. বিদ্যালয় ঘ. দুঃশ্চিন্তা
১৫. 'জমানো' শব্দটির সন্ধি-বিচ্ছেদ হচ্ছে-
ক. জমান+ও খ. জমা+ন
গ. জমা+নো ঘ. জমা+আনো
১৬. 'শশাঙ্ক' শব্দের সন্ধি বিচ্ছেদ কোনটি?
ক. শশ+অঙ্ক খ. শস+অঙ্ক
গ. শশা+অঙ্ক ঘ. শম+অঙ্ক
১৭. 'দ্বৈপায়ন' শব্দের শুদ্ধ সন্ধি বিচ্ছেদ কোনটি?
ক. দ্বীপ+আয়ন খ. দ্বীপ+অয়ন

- গ. দ্বীপ+অনট ঘ. দ্বীপ+অনট
১৮. 'পরীক্ষা' সন্ধি-বিচ্ছেদ কি হবে?
ক. পরী+ঈক্ষা খ. পরি+ইক্ষা
গ. পরী+ইক্ষা ঘ. পরি+ঈক্ষা
১৯. 'সতীশ' শব্দটির সন্ধি-বিচ্ছেদ কোনটি?
ক. সতি+ইশ খ. সতীশ+অ
গ. সতি+ঈশ ঘ. সতী+ঈশ
২০. 'রবীন্দ্র' এর সন্ধি-বিচ্ছেদ কী?
ক. রবী+ন্দ্র খ. রবি+ঈন্দ্র
গ. রবি+ইন্দ্র ঘ. রব+ঈন্দ্র
২১. 'সুধীন্দ্র' এর সন্ধি-বিচ্ছেদ কী?
ক. সধি+ইন্দ্র খ. সুধী+ইন্দ্র
গ. সুধী+ঈন্দ্র ঘ. সুধ+ইন্দ্র
২২. উপরি+উক্ত মিলে কোন শব্দ গঠিত হয়?
ক. উপরিত্ত খ. উপর্যুক্ত
গ. উপরুক্ত ঘ. উপারোক্ত
২৩. সন্ধি-বিচ্ছেদ কর: উপর্যুপরি-
ক. উপরি+উপরি খ. উপর্য+পরি
গ. উপ+য়ুপরি ঘ. উপ+উপরি
২৪. 'ঢাকা+ঈশ্বরী' = ঢাকেশ্বরী কোন নিয়মে 'এ' সন্ধি হয়েছে?
ক. আ+ঈ = এ খ. অ+ঈ = এ
গ. আ+ই = এ ঘ. অ+ই = এ
২৫. নিচের কোন সন্ধি বিচ্ছেদটি সঠিক নয়?
ক. মাহ+ঋষি = মহর্ষি খ. শীত+ঋত = শীতাত
গ. যথা+এষ্ট = যথেষ্ট ঘ. যথা+উচিত = যথোচিত
২৬. 'শুভেচ্ছা'র সন্ধি-বিচ্ছেদটি সঠিক নয়?
ক. শু+বেচ্ছা খ. শুভ+ইচ্ছা
গ. শুভ+চ্ছা ঘ. শু+ইচ্ছা
২৭. 'জনৈক' শব্দের সন্ধি-বিচ্ছেদ-
ক. জন+ঐক খ. জন+এক
গ. জনে+এক ঘ. জন+অক
২৮. 'দৈনিক' শব্দটির সন্ধি-বিচ্ছেদ কোনটি?
ক. দৈ+এক খ. দৈ+নিক
গ. দৈঃ+এক ঘ. দিন+এক

২৯. 'জলৌকা' শব্দের সন্ধি-বিচ্ছেদ কোনটি?

- ক. জল+একা খ. জলৌ+একা
গ. জল+ওকা ঘ. জল+উকা

৩০. কোনটি 'ক্ষুধার্ত' শব্দের সন্ধি-বিচ্ছেদ?

- ক. ক্ষুৎ+আর্ত খ. ক্ষুধা+আর্ত
গ. ক্ষুধা+খত ঘ. ক্ষুধ+আর্ত

উত্তরমালা							
১	ক	২	ক	৩	গ	৪	খ
৫	ক	৬	গ	৭	ক	৮	ক
৯	ঘ	১০	গ	১১	গ	১২	খ
১৩	ক	১৪	গ	১৫	ঘ	১৬	ক
১৭	ক	১৮	ঘ	১৯	ঘ	২০	গ
২১	খ	২২	খ	২৩	ক	২৪	ক
২৫	গ	২৬	খ	২৭	খ	২৮	ঘ
২৯	ঘ	৩০	গ				

সন্ধি (ব্যঞ্জনসন্ধি+বিসর্গসন্ধি)

০১. 'বিচ্ছেদ' শব্দের সন্ধি - বিচ্ছেদ কোনটি?

- ক. বিঃ+ছেদ খ. বি+ছেদ
গ. বিৎ+ছেদ ঘ. বিচ+ছেদ

০২. সন্ধি বিচ্ছেদ কোনটি ঠিক? 'জগদীশ'-

- ক. জগ+দীশ খ. জগ+ঈশ
গ. জগৎ+দীশ ঘ. জগৎ+ঈশ

০৩. 'বাগাড়ম্বর' শব্দের সন্ধি - বিচ্ছেদ-

- ক. বাগ+আম্বর খ. বাগ+আড়ম্বর
গ. বাক+অম্বর ঘ. বাক্+আড়ম্বর

০৪. 'দিগন্ত'র সন্ধি বিশ্লেষণ-

- ক. দিক্+অন্ত খ. দিগ্+অন্ত
গ. দি+অন্ত ঘ. দিখ্+অন্ত

০৫. 'ষড়ানন' এর সঠিক সন্ধি - বিচ্ছেদ কোনটি?

- ক. ষড়া+আনন খ. ষড়্+আনন
গ. ষট্+আনন ঘ. ষঢ়া+নন

০৬. সন্ধি - বিচ্ছেদ করুন: 'তদবধি'।

ক. তদ+বধি খ. তদ+অবধি

গ. তদো+বধি ঘ. তৎ+অবধি

০৭. 'বিচ্ছিন্ন' শব্দের সন্ধি - বিচ্ছেদ কোনটি?

- ক. বিচ+ছিন্ন খ. বি+ছিন্ন
গ. বিৎ+ছিন্ন ঘ. বিৎ+ছিন্ন

০৮. 'চলচ্চিত্র' এর সন্ধি - বিচ্ছেদ-

- ক. চল+চিত্র খ. চলত+চিত্র
গ. চলৎ+চিত্র ঘ. চল+চীত্র

০৯. 'বজ্রাত' শব্দের সঠিক সন্ধি - বিচ্ছেদ করুন:

- ক. বৎ+জাত খ. বি+জাত
গ. বিৎ+জাত ঘ. বিৎ+জাত

১০. 'উচ্ছ্বাস' শব্দের সন্ধি - বিচ্ছেদ হচ্ছে-

- ক. উত+চ্ছ্বাস খ. উৎ+চ্ছ্বাস
গ. উৎ+শ্বাস ঘ. উঃ+চ্ছ্বাস

১১. 'পদ্ধতি' শব্দের সন্ধি - বিচ্ছেদ করলে পাওয়া যায়-

- ক. পদ+ধতি খ. পৎ+ধতি
গ. পথ+ধতি ঘ. পদ্+হতি

১২. সন্ধি - বিচ্ছেদ কোনটি ঠিক? তদ্ধিত =

- ক. তত+হিত খ. তৎ+ধিত
গ. তৎ+হ্রত ঘ. তদ্+হিত

১৩. 'উল্লাস' এর সন্ধি - বিচ্ছেদ-

- ক. উৎ+লাস খ. উদ+লাস
গ. উল+লাস ঘ. উঃ+লাস

১৪. 'ষড়ঋতু' শব্দের সন্ধি - বিচ্ছেদ-

- ক. ষড়্+ঋতু খ. ষড়ু+ঋতু
গ. ষট্+ঋতু ঘ. ষট্+ঋতু

১৫. কোনটি 'এন্দুর' এর সন্ধি - বিচ্ছেদ-

- ক. এ+দুর খ. এত+দুর
গ. এৎ+দুর ঘ. এ+দূর

১৬. 'বাগদান' শব্দের সঠিক সন্ধি - বিচ্ছেদ করুন:

- ক. বাক্+দান খ. বাগ+দান
গ. বাঃ+দান ঘ. কোনোটিই নয়

১৭. 'উদ্যোগ' শব্দের সন্ধি - বিচ্ছেদ কোনটি?

- ক. উদ+যোগ খ. উৎ+যোগ
গ. উদ্যো+গ ঘ. উত+যোগ

১৮. 'উন্নয়ন' শব্দের সন্ধি - বিচ্ছেদ কোনটি?

- ক. উৎ+নয়ন খ. উন্ন+য়ন
গ. উৎ+য়ন ঘ. উৎ+অন

১৯. সন্ধিজাত শব্দ-

- ক. উন্মূনা খ. দখিনা
গ. ফাল্গুন ঘ. মিনতি

২০. 'মৃন্ময়' শব্দের সন্ধি বিচ্ছেদ কর-

- ক. মৃণ+ময় খ. মৃৎ+ময়
গ. মৃত+ময় ঘ. মৃ+ময়

২১. 'অলংকার' শব্দের সঠিক সন্ধিজাত বিশ্লেষণ কোনটি?

- ক. অলম্+কার খ. অলং+কার
গ. অ+লঙ্কার ঘ. অলঙ্ক+কার

২২. 'সংগীত' এর শুদ্ধ সন্ধি - বিচ্ছেদ কোনটি?

- ক. সং+গীত খ. সং+গিত
গ. সম্+গিত ঘ. সম্+গীত

২৩. 'সংসার' এর সন্ধি বিচ্ছেদ-

- ক. সং+সার খ. সাং+সার
গ. সম+সার ঘ. সম্+গীত

২৪. 'সংশ্লুক' শব্দের সন্ধি বিচ্ছেদ-

- ক. সম্+শ্লুক খ. সং+শ্লুক
গ. সম+শ্লুক+ক ঘ. সং+শ্লুক+এক

২৫. 'দংশন' এর সঠিক সন্ধি বিচ্ছেদ কোনটি?

- ক. দম্+শন খ. দম+শন
গ. দম+যন ঘ. দঙ+শন

২৬. 'সংবিধান' শব্দের সঠিক সন্ধি বিচ্ছেদ কোনটি?

- ক. সং+বিধান খ. সং+অবিধান
গ. সম্+বিধান ঘ. সং+আবিধান

২৭. 'সংলাপ' শব্দের সন্ধি বিচ্ছেদ :

- ক. সম্+লাপ খ. সং+লাপ
গ. স+আলাপ ঘ. সু+আলাপ

২৮. 'সন্ধান' শব্দের সঠিক সন্ধি বিচ্ছেদ করুন:

- ক. সম্+ধান খ. সন+ধান
গ. সঃ+ধান ঘ. কোনোটিই নয়

২৯. 'সংবাদ' এর সন্ধি বিচ্ছেদ কী?

- ক. সং+বাদ খ. সম্+বাদ
গ. সুম+বাদ ঘ. সু+আবাদ

৩০. কোনটি সঠিক সন্ধি বিচ্ছেদ?

- ক. সম্+চয় = সঞ্চয় খ. রাজ+জী = রানী
গ. শ+অন = শয়ন ঘ. মনো+কষ্ট = মনঃকষ্ট

৩১. 'সম্+চয় = সঞ্চয়' এটি কোন সন্ধি?

- ক. বিসর্গ খ. স্বর
গ. ব্যঞ্জন ঘ. কোনোটিই নয়

৩২. 'ক্ষুধাপিপাসা' শব্দের সন্ধি - বিচ্ছেদ কোনটি?

- ক. ক্ষুধা+পিপাসা খ. ক্ষুত্+পিপাসা
গ. ক্ষুদ্+পিপাসা ঘ. ক্ষুধ্+পিপাসা

৩৩. 'ষষ্ঠ' শব্দের সন্ধি বিচ্ছেদ হল-

- ক. ষষ্+ট খ. ষষ্+ঠ
গ. ষষ্+ত ঘ. ষষ্+থ

৩৪. 'বৃষ্টি' এর সন্ধি বিচ্ছেদ কি হবে?

- ক. বৃষ+টি খ. বৃশ+টি
গ. বৃ+টি ঘ. বৃষ+তি

৩৫. 'কাঁদুনি' শব্দের সন্ধি বিচ্ছেদ হবে-

- ক. কাঁদ+নি খ. কাঁদো+উনি
গ. কাঁদ+ইনি ঘ. কাঁদু+উনি

৩৬. 'চিরুনি' শব্দটির সন্ধি বিচ্ছেদ হচ্ছে-

- ক. চিরু+নি খ. চিরু+উনি
গ. চিরুন+ই ঘ. চির+উনি

৩৭. 'ভজ্+ত' এর সন্ধি বিচ্ছেদ হল-

- ক. ভজত খ. ভোজ্য
গ. ভক্ত ঘ. ভজ্য

৩৮. 'নিরবধি' শব্দের সঠিক সন্ধি বিচ্ছেদ কোনটি?

- ক. নিরু+অবধি খ. নির+বধি
গ. নিঃ+অবধি ঘ. নিঃ+বধি

৩৯. 'তাৎক্ষণিক' শব্দের সন্ধি বিচ্ছেদ কোনটি?

- ক. নিৎ+ক্ষণিক খ. তাৎ+ক্ষণিক
গ. তৎক্ষণ+ইক ঘ. ততক্ষণ+ইক

৪০. 'রান্না' এর সন্ধি বিচ্ছেদ কোনটি?

- ক. রান+না খ. রাঁদ+না
গ. রান্ন+আ ঘ. রাঁধু+না

উত্তরপত্র

১	খ	২	ঘ	৩	ঘ	৪	ক
৫	গ	৬	ঘ	৭	খ	৮	গ
৯	খ	১০	গ	১১	ঘ	১২	ঘ
১৩	ক	১৪	ঘ	১৫	খ	১৬	ক
১৭	খ	১৮	ক	১৯	ক	২০	খ
২১	ক	২২	ঘ	২৩	ঘ	২৪	ক
২৫	ক	২৬	গ	২৭	ক	২৮	ক
২৯	খ	৩০	ক	৩১	গ	৩২	ঘ
৩৩	ঘ	৩৪	ঘ	৩৫	ঘ	৩৬	খ
৩৭	গ	৩৮	গ	৩৯	গ	৪০	ঘ